NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

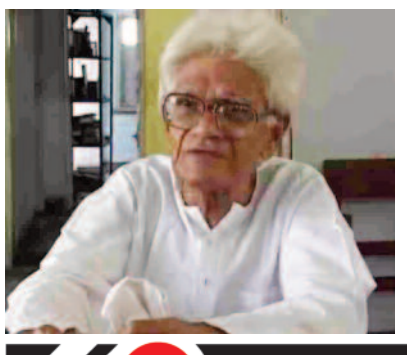

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ জন্মশতবর্ষের আলোকে উজ্জ্বল প্রফেসর অমল কুমার রায়চৌধুরী

দেশ তোমাদের নিয়ে গর্বিত, রোহিতদের ড্রেসিংরুমে বললেন মোদি ৮

কলকাতা ২২ নভেম্বর ২০২৩ ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 22.11.2023, Vol.17, Issue No. 160, 8 Pages, Price 3.00

দু'দিনের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের জমকালো সূচনা

পশ্চিমবঙ্গের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর সৌরভ

ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন:. এদিন বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক বাংলার ঘরের ছেলে সৌরভ গাঙ্গুলি। মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরের সময়েই শিল্পপতি হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ দেখেছে গোটা দেশ। এদিন থেকে তাঁর নতুন পরিচয় হল তাঁর। রাজ্যের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন তিনি। একথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। সেখানে উপস্থিত সৌরভের হাতে সঙ্গে সঙ্গেই একটি চিঠি তুলে দেন মমতা। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, সরকারি ভাবে নিয়োগপত্র দেবেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। এটাও জানা গিয়েছে যে, সৌরভ এই দায়িত্ব পালনের জন্য রাজ্যের কোনও অর্থ নেবেন না। রাজ্যে বাম জমানায় কোনও ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ছিলেন না। সৌরভ বলেন, 'দিদি সমস্ত ভালো অনুষ্ঠানেই আমাকে ডাকেন। ওঁর ভালোবাসায় আমি অভিভূত। কেন আমায় ডাকে মাঝে মাঝে বুঝি না তবু এই সম্মানে আমি আপ্লুত।

এত দায়িত্ব, এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমি মেসেজ করলেও এক মিনিটের মধ্যে রিপ্লাই পাই। আমাকে টিভি তে হোক বা যেখানে হোক এক ঝলক দেখলেও মেসেজ করে জিজ্ঞেস করেন ঠিক মতো খাচ্ছি কি না। আর আমি উত্তর দিই, দিদি আমি সবসময়ই খাই।'

সৌরভ বোঝাতে চান ব্যক্তিগত স্তরে মমতা এতটাই যত্নশীল। তা ছাড়া বিসিসিআই-এর দায়িত্বভার কাঁধের উপর না থাকায় সৌরভ হয়তো কিছু বাড়তি সময়ও বার করতে পারবেন এখন। রাজ্যের শিল্প নিয়ে সৌরভ এ-ও বলেন, 'রাজ্যে সত্যিই বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আপনারা আসুন।'

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরেই এই বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হন মমতা। প্রথম বার অভিনেতা শাহরুখ খানকে রাজ্যের দূত বানান তিনি। এ বার নিয়োগ করলেন সৌরভকে। তবে শাহরুখকে সরিয়ে সৌরভকে নিয়োগ করলেন কি না সে ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে কিছু জানা যায়নি। মমতাও এ দিন শাহরুখ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি।

এর আগে তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেবকে রাজ্যের পর্যটন অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করেছিলেন মমতা। তবে মঙ্গলবার মমতা যা বলেন তাতে রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবেই তিনি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে বাছেন।

'অগ্নিকন্যা' মমতায় মুগ্ধ মুকেশ আম্বানি
রাজ্যে ২০ হাজার কোটির বিনিয়োগ

ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অগ্নিকন্যায় মুগ্ধ রিলায়েন্স কর্নধার। মুখ্যমন্ত্রীকে 'সত্যিকারের অগ্নিকন্যা' বলে সম্বোধন করলেন মুকেশ আম্বানি। নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা অডিটরিয়ামে তারকা খচিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সপ্তম বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশ বিদেশের প্রথম সারির শিল্পপতিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মুকেশ আম্বানিও। রিলায়েন্স গোষ্ঠী আগামী দিনে রাজ্যের উন্নয়নে সব রকমের সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুকেশ। বাঙালির আবেগ স্পর্শ করে ধরা ধরা বাংলায় আম্বানি বলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।'

তবে শুধু মুখের কথা নয়। আগামী তিন বছরে ডিজিটাল প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন মুকেশ। মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'আপনি আমাকে ডাকার পর আমি ৪৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি। আমি জানাচ্ছি, আরও ২০ হাজার কোটি টাকা আমি বিনিয়োগ করছি আগামী তিন বছরের জন্য। জিও ফাইবারের মাধ্যমে বাংলার প্রতিটি প্রান্তে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে যাবে কয়েক বছরের মধ্যে।' পরিবেশ বান্ধব বায়োগ্যাস তৈরির তিনটি প্লান্টও রাজ্যে গড়ছে রিলায়েন্স গোষ্ঠী। মুকেশ জানান, রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন কালীঘাট মন্দিরের সংস্কারের কাজ করবে। এই কাজ আমার ও নীতার খুব কাছের। কালীঘাট সংলগ্ন এলাকার সংস্কারের কাজও করা হবে।'

মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসাও শোনা গিয়েছে মুকেশ আম্বানির গলায়। তিনি বলেন, 'প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী আপনাকে যেমন বলতেন, আপনি সত্যিই অগ্নিকন্যা। ত্যাগের আগুন আপনার স্বর্ণময় চরিত্রকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। আর এখন আপনি সোনার বাংলাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছেন।'

এর আগে ২০১৯ সালে যখন তিনি বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এসেছিলেন, সেই সময় থেকে এখন-এই চার বছরে বাংলায় কীভাবে আমূল পরিবর্তন এসেছে, সেই কথাও তুলে ধরেন রিলায়েন্স কর্ণধার মুকেশ আম্বানি। বলেন, 'বাংলা দ্রুত গতিতে উন্নতি করছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ আরও বেড়েছে। বাংলা আজ আরও প্রাণবন্ত, আরও উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে, আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী।' রাজ্যের এই লম্বা লাফ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের জন্যই হয়েছে বলে মনে করছেন রিলায়েন্স কর্ণধার। মমতার দূরদর্শিতা ও লক্ষ্য স্থির রেখে বাংলাকে নেতৃত্ব দেওয়ার ফলেই এই সাফল্য এসেছে বলে মত আম্বানির। বলেন, 'এই জন্যই বাংলার মানুষ বার বার আপনাকে বেছে নিয়েছেন, তাঁদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য।'

শুধু রিলায়েন্স গোষ্ঠী নয় উইপ্রো- সহ নানা সংস্থা বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে। রাজ্যে উইপ্রো রাজারহাটে ৫০ একর জমিতে তাদের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরি করছে। ২০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে সেটিকে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে সংস্থার প্রধান রিশাদ প্রেমজি ঘোষণা করেন। যেখানে যুব প্রজন্মকে আধুনিক প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

শতাব্দী প্রাচীন সংস্থা জেকে পেপারের ভাইস চেয়ারম্যান হর্ষ পতি সিঙ্ঘানিয়া বাণিজ্য সম্মেলনের মঞ্চ থেকে রাজ্যে ফিরে আসার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ১৪০ বছরের পুরনো জেকে গ্রুপ বাংলায় ফিরতে চলেছে। খড়গপুরের বিদ্যাসাগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ডেয়ারি শিল্প গড়ে তোলার কাজ চলছে। আগামী দিনে এই প্রকল্প বড় আকার নেবে বলে বিশ্বাস করেন তিনি। আগামী বছরের মাঝামাঝি সময়েই এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করেন হর্ষ পতি সিঙ্ঘানিয়া।

রাজ্যে বিপুল বিনিয়োগের আশ্বাস দিলেন শিল্পপতিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: তারকা খচিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মঙ্গলবার রাজ্যে দুদিনের বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের সূচনা হয়েছে। নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা অডিটরিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি সম্মেলনের সূচনা করেন। রিলায়েন্স গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি, উইপ্রোর চেয়ারম্যান রিশাদ প্রেমজি, আইটিসির চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর সঞ্জীব পুরি-সহ দেশের প্রথম সারির শিল্পপতি ও ৩৫টির বেশি দেশের প্রশাসন ও বণিক সভার প্রতিনিধিরা সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্প ক্ষেত্রে বিনিয়োগ আকর্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের গুরুত্ব ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। গত ছয়টি বাণিজ্য সম্মেলন থেকে ১৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে। যার মধ্যে ১২০ কোটি বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ রূপায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে মুকেশ আম্বানি আগামী তিন বছরে ডিজিটাল প্রযুক্তি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন। উইপ্রো রাজারহাটে ৫০ একর জমিতে তাদের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরি করছে। ২০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগে সেটিকে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে সংস্থার প্রধান রিশাদ প্রেমজি ঘোষণা করেন। এছাড়াও একাধিক সংস্থা নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে। শিল্প ক্ষেত্রকে উৎসাহ দিতে পরিবেশ বান্ধব হাইড্রোজেন উৎপাদনের উৎসাহ নীতি-সহ পাঁচটি নতুন নীতিও এদিন রাজ্য সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

বিশিষ্ট চিকিৎসক দেবী শেঠি জানান, আগামী দুই বছরের মধ্যে রাজ্যে আরও একটি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল তৈরি করা হবে। তাতে হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। আইটিসি গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব পুরী জানান, রাজ্যে তাঁরা ১৭টি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট গড়বেন। উইপ্রো চেয়ারম্যান রিশাদ প্রেমজি ঘোষণা করেন, রাজারহাটের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জন্য ২০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। আরপিজি গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা দাবি করেন, এই রাজ্য এখন বিনিয়োগের সেরা ঠিকানা। এখানে কোনও কর্মদিবস নষ্ট হয় না। নেওটিয়া গ্রুপের হর্ষ নেওটিয়া জানান, আগামী পাঁচ বছরে পর্যটন ক্ষেত্রে তাঁরা বিপুল বিনিয়োগ করবেন। ভাষণ দেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। সম্প্রতি তিনি মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরের সঙ্গী ছিলেন। সেখানে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক ঘোষণা করেছিলেন, শালবনিতে তিনি একটি ইস্পাত কারখানা গড়বেন। তিনিও এদিন দাবি করেন, বাংলার পরিবেশ এখন শিল্পে বিনিয়োগের অন্যতম গন্তব্যস্থল।

বিরোধীদের আপত্তি উড়িয়ে নতুন ৩ ফৌজদারি আইনের নাম হিন্দিতে!

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: কেন্দ্রের আনা নতুন তিন ফৌজদারি আইনের ক্ষেত্রে ইংরাজির বদলে হিন্দি নাম ব্যবহার করলেও আপত্তি নেই। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের নামে ছাড়পত্র দিয়ে দিল স্বরাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটি। বিজেপি সাংসদ ব্রিজলালের নেতৃত্বাধীন সংসদীয় কমিটি জানিয়ে দিল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক যে নতুন তিন আইন তৈরি করেছে সেই তিন আইনের নাম হিন্দিতে হলেও সেটা লেখা হবে ইংরাজি হরফে। তাই এই নামগুলি অসাংবিধানিক নয়। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪(ক) ধারা বদলে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, কোড অফ ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর বা সিআরপিসি, এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন বা ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট এই তিন আইনের বদলের প্রস্তাব দিয়ে লোকসভায় বিল পেশ হয়েছে। ১৮৬০ সালের ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা ভারতীয় দণ্ডবিধি এবার হতে চলেছে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। সিআরপিসি বদলে গিয়ে হবে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা। এবং এভিডেন্স অ্যাক্ট বদলে হবে ভারতীয় সাক্ষ্য আইন। কেন্দ্র এই আইনগুলির যে হিন্দি নাম দিতে চলেছে, সেটা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল বিরোধীরা। কংগ্রেস এবং ডিএমকে একযোগে প্রশ্ন তুলেছিল, সংবিধানের ৩৪৮ ধারায় বলা আছে আদালতের কাজে বা আইনের ক্ষেত্রে ভাষা হিসাবে ইংরাজি ব্যবহার করতে হবে। তাহলে এই নতুন আইনগুলিতে হিন্দি নাম ব্যবহার করা হচ্ছে কেন, এ নিয়ে স্বরাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটিতেও প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা। যদিও শেষপর্যন্ত ওই সংসদীয় কমিটি তিনটি আইনেই ছাড়পত্র দিয়ে দিল। বিজেপি সাংসদ ব্রিজলালের নেতৃত্বাধীন ওই কমিটি জানিয়েছে, এই তিনটিআইনের হিন্দি নাম ব্যবহারে কোনও বাধা নেই। সংবিধানের ৩৪৮ ধারায় আইনের ক্ষেত্রে ইংরাজি ভাষা ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এক্ষেত্রেও যেহেতু আইনগুলির নাম ইংরাজি হরফেই লেখা হবে, তাই নামে আপত্তির কোনও জায়গা নেই।

৭৫২ কোটির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: শিয়রে রাজস্থান এবং তেলেঙ্গানার ভোট। দুই রাজ্যেই বিজেপির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস। ঠিক দুই রাজ্যের ভোটের মুখেই ন্যাশানাল হেরাল্ড মামলায় বড়সড় পদক্ষেপ ইডির। কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণাধীন দুই সংস্থা ইয়ং ইন্ডিয়ান এবং অ্যাসোসিয়েট জার্নাল লিমিটেডের ৭৫২ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। অ্যাসোসিয়েট জার্নাল এবং ইয়ং ইন্ডিয়ান, দুটি সংস্থাই কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত। এর মধ্যে সোনিয়া গান্ধি এবং রাহুলের গান্ধি দুজনেই ইয়ং ইন্ডিয়ানের ডিরেক্টর। এজেএল-এর সঙ্গেও সরাসরি যোগ রয়েছে গান্ধি পরিবারের। ইডি জানিয়েছে, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলার তদন্ত চলাকালীন এই দুই সংস্থার মোট ৭৫২ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ইয়ং ইন্ডিয়ানের ৯০ কোটি এবং এজেএল-এর ৬৬১.৯ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

'মানসিকভাবে' বিশ্ব বঙ্গ সম্মেলনে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে (বিজিবিএস) কি আমন্ত্রণ জানানো হয়নি রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে। মঙ্গলবার রাজভবনে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে এমনই প্রশ্ন ঘুরপাক খায় সবার মনে। মঙ্গলবার নিউ টাউনের কনভেনশন সেন্টারে শুরু হয়েছে দু'দিন ব্যাপী বিজিবিএস। ঘটনাচক্রে, একই দিনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসাবে নিজের কার্যকালের এক বছর পূর্ণ করলেন বোস। সেই উপলক্ষে দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছিলেন তিনি। সেখানেই তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, বিজিবিএসে তিনি যোগ দেবেন কি না। আনন্দ বোস সংক্ষিপ্ত জবাবে বলেন, 'আমি মানসিক ভাবে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করব।' পাশাপাশিই তিনি আরও বলেন, 'বাংলার জন্য মঙ্গলজনক যে কোনও কাজে আমার অংশগ্রহণ থাকবে।' প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, রাজ্যপালকে কি সরকারের তরফে বাণিজ্য সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি? গত বছর ২১ নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বোস। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পরে এই প্রথম রাজ্যে বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসছে। অনেকে বলছেন, রাজভবন প্রত্যাশা করেছিল, নবান্ন থেকে বাণিজ্য সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ রাজভবনে আসবে। সেই আমন্ত্রণ আসেনি বলেই মনে করা হচ্ছে।

ভর সন্ধ্যেয় জগদ্দলে শুটআউট
নিহত এক সক্রিয় তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফের জগদ্দলে শুটআউট। এবার সাংসদ অর্জুন সিংয়ের ভাইপোর ছায়াসঙ্গী তথা এক তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে চলল ৯ রাউন্ড গুলি। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন যুবক। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দলে।

ভর সন্ধ্যেয় তৃণমূলের সক্রিয় কর্মীকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটে জগদ্দল থানার ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের পুরানী তলাব এলাকায়। মৃতের মামাতো ভাই বীরেন্দ্রর যাদব বলেন, এদিন সন্ধেয় বাড়ি সামনে ভিকি দাঁড়িয়েছিল। বাইকে চেপে তিন দুষ্কৃতী এসে ওকে জিজ্ঞেস করে 'তুমি

কি ভিকি যাদব'। উত্তরে 'হ্যা' বলতেই, তিনজনেই ভিকিকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে এলাকা থেকে চম্পট দেয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ ভিকিকে ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে ভিকিকে কলকাতায় বাইপাসের ধারে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার কিছুক্ষণ বাদেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া ও ডিসি নর্থ শ্রীহরি পাণ্ডে। কি কারণে এই ঘটনা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনা নিয়ে ভাটপাড়া পুরসভার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, 'ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন ভিকি। বাড়ির সামনে দুষ্কৃতীরা এসে ভিকিকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। নয়টি গুলি লাগে ওঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লাগে।' দেবজ্যোতি বাবুর দাবি, ব্যক্তিগত কিংবা রাজনৈতিক শত্রুতার জেরে এই ঘটনা হতে পারে। পুলিশ ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে।

উত্তরকাশীর সুরঙ্গে আটকে পড়া শ্রমিকদের প্রথম ভিডিও প্রকাশ্যে

দেরাদুন, ২১ নভেম্বর: উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গের প্রথম ভিডিও প্রকাশ্যে এল মঙ্গলবার। সুড়ঙ্গের ভিতরে একটি ছোট জায়গায় দাঁড়িয়ে ৪১ জন শ্রমিক। উদ্ধারকারী দলের ক্যামেরায় আটকে পড়া শ্রমিকদের ছবি ধরা পড়েছে। উদ্ধারকারীরা পাইপের মাধ্যমে এন্ডোস্কোপিক ফ্লেক্সি ক্যামেরা সুড়ঙ্গের ভিতর পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যেকেরই মাথায় হেলমেট পরা রয়েছে। শুকনো মুখে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। সংবাদ সংস্থা এএনআই যে ভিডিওটি প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা গিয়েছে ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছেন কয়েক জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে এক জন যন্ত্রের মাধ্যমে উদ্ধারকারীদের সঙ্গে কথা বলছেন। আটকে পড়া সকল শ্রমিকই সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছে প্রশাসন। সোমবার নতুন পাইপের মাধ্যমে সুড়ঙ্গের ভিতর পাঠানো হয়েছে একটি মোবাইল ফোন এবং চার্জার। সুড়ঙ্গের অন্তত ৬০ মিটার গভীরে শ্রমিকেরা আটকে আছেন। গত ১০ দিন

ধরে উত্তরকাশীর সুড়ঙ্গে আটকে আছেন ৪১ জন শ্রমিক। ধ্বংসস্তূপ খুঁড়ে তাঁদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন উদ্ধারকারীরা। কিন্তু এখনও তেমন কিছু করা যায়নি। পাইপের মাধ্যমে উদ্ধারকারীরা শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন। পরিজনদের সঙ্গেও সে ভাবেই কথা বলছেন শ্রমিকেরা। পাইপ দিয়ে সোমবার শ্রমিকদের কাছে খিচুড়ি, ডালিয়া এবং নানা রকম ফল পাঠানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ দল পৌঁছেছে ঘটনাস্থলে। দেখা গিয়েছে, কর্মীরা কথাবার্তা বলছেন। তাঁদের মধ্যে খাবার বণ্টন করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত মাত্র ২৪ মিটার খোঁড়া গিয়েছে।পাশ থেকে সম্ভব না হলে উপর দিক থেকেও মাটি খুঁড়ে শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করা হবে। আরও ৪-৫ দিন লাগতে পারে শ্রমিকদের সুড়ঙ্গ থেকে বার করে আনার জন্য, জানিয়েছেন উদ্ধারকারী দলের সদস্যেরা।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯১৪ নং এফিডেভিট বলে Nantu Kumar Das S/o. Prabir Kumar Das ও Mantu Kr. Das S/o. P. K. Das সাং রামকৃষ্ণ লেন, চুঁচুড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬০৫৬ নং এফিডেভিট বলে Sk Kuddus S/o. Sk Abdul Hamid ও Kuddus Sk S/o. H Sk সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/১১/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Sekh Mahammad Yeakub S/o. Sekh Mahammad Yasin ও Sk. Mahammad Yeakub S/o. Lt. Md. Yasin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯২৯ নং এফিডেভিট বলে Sambhu Kamlay S/o. Tarak Kamlay ও Sambhu Nath Kamley S/o. T. Kamley সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯২৮ নং এফিডেভিট বলে Bidyut Kumar Mondal S/o. Santosh Mondal ও Bidyut Mondal S/o. S. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি রুপালি রায় ৪-১০-২৩ তারিখে ফাস্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিট বলে সরস্বতি রায় থেকে রুপালি রায় হলাম। সরস্বতি রায় ও রুপালি রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Rahamatpur Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIT NO- RGP/ 1406/ 15thFC UNTIED (5) /2023-24, RGP/ 1407/ 15thFC TIED (9)/ 2023-24.** visit **www.wbtenders.gov.in** Last date of submission **27.11.2023 up to 4p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Rahamatpur Gram Panchayat.

নাম পরিবর্তন

আমি, KAMALJEET SINGH GREWAL পিতা Sarmukh Singh Grewal, ঠিকানা - ৯৫, বুড়ো শিবতলা মেন রোড, ব্লক-২, ফ্ল্যাট-৪বি, পোঃ-বেহালা, কোলকাতা - ৭০০০৩৮। গত ২১/১১/২০২৩ তারিখে Ld. Metropoliton Magistrate, 1st Class at Kolkata কোর্টের এভিডেভিট বলে আমি KAMALJEET SINGH GREWAL নামে সর্বত্র পরিচিত হইলাম। KAMALJEET SINGH GREWAL ও KAMALJEET SINGH এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২শে নভেম্বর, ৫ ই অগ্রহায়ন। দশমী তিথী। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহুর মহাদশা। বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ বুধবার কিছু সতর্কতার সাথে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায়। কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছেন। আজ মেশিনারি লোহা ,কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে। তারা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : লেখক শিল্পী সাংবাদিক, যারা বেতন ভূক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বিবাদের দ্বারা, সম্পর্ক ভাঙ্গে। সম্পর্ক গড়তে গেলে, মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ। কৃষ্ণ নাম।

মিথুন রাশি : ভুলো মন আর তাড়াহুড়োর ফলে, আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন, নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক। রান্না করা, খাবার তৈরি নিয়ে, আজ পরিবারে মতবিরোধ। সুস্পষ্ট কথা বলা ভালো, কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন, তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে। কালী নাম।

কর্কট রাশি : বুধবার স্বজনের সহযোগীতা য়, বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল, আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন, আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান, তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : আজ বুধবার হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পাবেন। দুর্গা মায়ের নাম।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন, আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন। স্বজনের দ্বারা শুভ হবে।

তুলা রাশি : একাকিত্ত আপনার কাজে ক্ষতি করতে পারে। কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বুধবার সময় আপনার অনুকুল। নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন , আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিদ্যার্থী দের জন্য শুভ। শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

ধনু রাশি : বুধবার নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতি কে কেন্দ্র করে, যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে-- আপনার মাথায়, সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন, আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো? সদা সর্বদা শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

মকর রাশি : আজ বুধবার বানিজ্যে অর্থ লাভ নিশ্চিত। লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন, তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে। কৃষ্ণ নাম শুভ।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র, আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে ,আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ বুধবার শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন, অন্যের কথা বেশি শোনেন, তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সংস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন। তারা মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-**adconnexon@gmail.com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

বালি ফটোকপি সার্ভিস, সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।

বর্ধমান

স্টুডিও তানিয়া, গোপীকান্ত চক্রবর্তী, স্টল নং - সিএ-২০, ডেভিড হেয়ার রোড, বি জোন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। মোঃ ৯৭৪৯১৯১২৭৬, ৯৩৩৩৯১০৬৯৪, ৯৪৩৪২২৫৭৬৭।

রামকৃষ্ণ চ্যাটার্জী, আসানসোল, এন.পি.আর. সরণি, এইচ বি রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১, মোঃ ৮০০১৫৮২৭৫০।

৮০ কেজির খড়্গ ও ১৬ মন চালে পূজিতা হাস-খালি পোলে ভট্টাচার্য বাড়ির জগদ্ধাত্রী

রাজীব মুখোপাধ্যায়

হাওড়া: অতীতের জৌলুস নেই। তবে অন্তরের ভক্তিযোগে আড়াইশো বছর ধরে পুজো হয়ে আসছে হাওড়ার হাস-খালি পোলের ভট্টাচার্য বাড়িতে। অতীতের বর্ণাঢ্যপূর্ণ জাঁকজমক হারিয়ে গিয়েছে কালের গর্ভে। আবাসনের ছোট্ট চার দেওয়াল বন্দি জগদ্ধাত্রী। শুধু গ্রাম নয় বদলে গিয়েছে স্থান কাল সহ জেলাও।

আড়াইশো বছরের ইতিহাস বলছে, হুগলি জেলার বারাণ্ডী নামক গ্রামে ভট্টাচার্য বাড়ির জগদ্ধাত্রী পূজা ছিল একসময় বিখ্যাত। সাত গ্রাম নিয়ে জগদ্ধাত্রী মায়ের আরাধনা সূত্রপাত হয়। বর্তমানে সেই পুজো বন্ধ হয়েছে। তবে হুগলি জেলা থেকে হাওড়া জেলায় নিজের ছোট্ট বাড়িতে বংশের অষ্টম বংশধর আজও সেই পূজা চালিয়ে আসছেন। ২৫০ বছরের প্রাচীন এই পূজা শুরু করেছিলেন কালিপদ শাঙ্খ বেদান্ত স্মৃতি তীর্থ। সেই পুজো এক ভাবে চলে আসলেও মাঝপথে বিঘ্ন ঘটায় বন্ধ হয়েছিল, তারপর আবার সেই পুজো শুরু করেন পণ্ডিত ভুবন ভট্টাচার্য।

বর্তমানের অষ্টম বংশধর পার্থ ভট্টাচার্য জানান, মায়ের পুজোর আগে ৮০ কিলো ওজনের খলগের সাহায্যে মহিষ বলি হত। বর্তমানে আর বলি না হলেও সেই খড়্গ আজও রয়েছে। পুজোতে আগে ১৬ মন চালের নৈবেদ্য দেওয়া হত। অতীতে প্রতিমার গায়ের রং ছিল ঠিক শিউলি ফুলের বৃন্তের রংয়ের গেরুয়া রংয়ের। যদিও বর্তমানে যোগ্য শিল্পীর অভাবে সেই রঙের প্রতিমা তৈরি সম্ভব হয় না। প্রথম থেকেই কাত্যায়নী কল্পে পুজো হত। আজও সেই কল্পেই পূজা হয়ে আসছে।তাঁর মুখেই জানা গিয়েছে, অতীতের বংশের রাজরাজেশ্বরী মন্দিরও ভগ্ন অবস্থায় গ্রামেতে আজও দাঁড়িয়ে আছে। পার্থ ভট্টাচার্য বারানসীতে ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত ভাষার পানিনি ব্যাকরণ বিষয়ের উপর শিক্ষকতা করেছেন । এখন চার দেওয়ালের ঘেরাটোপেই পুজো হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকেই জগদ্ধাত্রীর আরাধনা ও কুমারী পূজা সম্পন্ন হয়েছে। স্থান পরিবর্তন হলেও, ভক্তিরসে কোনও তফাৎ হয়নি বংশধরদের।

অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার ট্রাভিস হেডকে ভার্চুয়ালি বিয়ে!
সমালোচনার মুখে কলকাতার মডেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিশ্বকাপ ২০২৩ এ ভারত এবং বিজয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন ট্রাভিস হেড। এই বিখ্যাত ক্রিকেটার অনেক ভারতীয়ের হৃদয় ভঙ্গ করলেও জিতে নিয়েছেন এক ভারতীয় তরুণীর মন।

ট্রাভিসের পারফরম্যান্স তাকে এতটাই ভালো লেগেছে যে পেশায় মডেল হেমশ্রী ভদ্র নামে এক তরুণী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ার ফলোয়ারদের সামনেই সিঁদুর পরে তাকে ভার্চুয়াল বিয়ে করেন। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়াতে উঠেছে সমালোচনার ঝড়। দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে মডেলকে প্রাণঘাতী হুমকিও দেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন হেমশ্রী। তিনি জানান, 'বিশ্বকাপে অসাধারণ পারফরম্যান্সের পর ট্রাভিস তার মন জয় করে নিয়েছিলেন। ঠিক বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পরেই টিভির সামনে থেকে উঠে গিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে তাই ট্রাভিসকে ভায়ার্চুয়াল বিয়ে করে ফেলি। সেই ভিডিও পোস্ট করতেই সেটি ভাইরাল হয়ে যায়। তিনি বলেন,ভিডিওটি 'আমার খুব খারাপ লাগলো এটা দেখে যে আমাকে একের পর এক নেটিযেনদের অশ্লীল মন্তব্যের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, প্রাণঘাতী হুমকিও আসছে।'

ওই মডেলের কথায়, 'যদি অস্ট্রেলিয়ার একজন ক্রিকেটারকে সমর্থন করলেই দেশদ্রোহী হয়ে যেতে হয় তবে তো খুব অদ্ভুত সময়ে আমি বাস করছি বলতে হবে। লক্ষ লক্ষ লোক আমায় ভিডিওটি সরিয়ে নিতে বললেও আমি মোটেই ভিডিওটি সরাবো না। বরং হয়তো আমি আরো এরকম ভিডিও বানাবো। তিনি জানান, ট্রাভিস এর ফলোয়ার্স ২.২ লক্ষ এর মতো। আমার ৭.২ লক্ষ। আমি ট্রাভিসকে ট্যাগ করেই ভিডিও আপলোড করেছি।'

সালকিয়া ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ঘেটুপুকুর পল্লিবাসীগণের জগদ্ধাত্রী পূজা।

ট্রাকের ধাক্কায় তরুণীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মালবাহী ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক স্কুটি আরোহী তরুণীর। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকেলে খড়দা স্টেশন রোডের মুখে চারমাথা মোড়ে। জানা গিয়েছে, তরুণীর নাম কবিতা কুমারী যাদব (২৩)। তাঁর বাড়ি টিটাগড় ব্রহ্মস্থানে। প্রত্যক্ষদর্শী কমল বণিক জানান, স্কুটিতে মা-কে নিয়ে তরুণী সোদপুর গির্জার দিকে যাচ্ছিল। পিছন থেকে দ্রুতবেগে আসা একটি দশ চাকার ট্রাক স্কুটিকে ধাক্কা মারে। স্কুটি থেকে মা রাস্তার পাশে পড়ে যায়। আর মেয়েটি রাস্তার ওপর পড়লে ট্রাকের পিছন চাকা ওঁর মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। তৎক্ষনাৎ ওঁকে খড়দার বলরাম সেবা মন্দির হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। খড়দা থানার পুলিশ ঘাতক ট্রাক-সহ চালককে আটক করেছে।

ঘুসুরিতে প্লাস্টিকের কারখানাতে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ফোরশোর রোডের জুটমিলের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ফের অগ্নিকাণ্ড। এবার হাওড়ার ঘুশুড়িতে একটি প্লাস্টিক গুদামে আগুন লাগল। মঙ্গলবার সকালে একটি প্লাস্টির ব্যাগ ও বস্তা তৈরি কারখানা ও গোডাউনে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে একে একে আসে দমকলের চারটি ইঞ্জিন। প্রায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় গুদামের আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে দমকলের আধিকারিকরা। আগুনের তীব্রতার কারণে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকল আধিকারিকদের। ছটপুজোর জন্য কারণে গুদাম বন্ধ ছিল বলে কর্মীরা কেউ ছিলেন না।

চাঁদনি ঘাট সংস্কারের আশ্বাস অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: হালিশহর পুরসভার অন্তর্গত হাজিনগর চাঁদনি ঘাট সংস্কারের আশ্বাস দিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি মঙ্গলবার হাজিনগর চাঁদনি ঘাটে স্বামী বিবেকানন্দ যুব সংগঠনের কর্ণধার অমিত চৌবে-সহ বিশিষ্ট জনেরা। বিবেকানন্দ যুব সংগঠনের ছট পুজো উপলক্ষে ভজন সংগীত সন্ধ্যায় হাজির ছিলেন। সাংসদ বলেন, 'বহুবার এই চাঁদনি ঘাটে এসেছি। কিন্তু এই ঘাটটির অবস্থা ভালো নয়। বেহাল এই ঘাটটিকে সংস্কার করা হবে। তাহলে আগামী বছর ছট ব্রতীরা ভালো করে পুজো করতে পারবেন।' উপস্থিত ছিলেন হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ যুব সংগঠনের কর্ণধার অমিত চৌবে-সহ বিশিষ্ট জনেরা।

বিশ্ব শিশু দিবসে ইউনিসেফের বিশেষ অনুষ্ঠান কলকাতার স্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কুল, শ্রেণিকক্ষ আরও আধুনিক হয়ে উঠুক, পড়াশোনার পাশাপাশি হাতে কলমে শেখার জন্য নতুন ধরনের জিনিসপত্র স্কুলে থাকুক চেয়েছিল যোধপুর বয়েজ স্কুলের কিছু পড়ুয়া।

২০ নভেম্বর বিশ্ব শিশু দিবসের অঙ্গ হিসেবে ইউনিসেফ 'কিডস, টেকওভার' অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সোমবার। সেখানেই প্রতীকি হিসেবে প্রধান শিক্ষকের

চেয়ারে বসানো হল দশম শ্রেণির ছাত্র সৈকত দেকে।

পশ্চিমবঙ্গে ইউনিসেফের প্রধান অমিত মেহরোত্রা বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি মাধ্যমিক এবং সিনিয়র মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ এবং পরীক্ষাগারগুলির উন্নতিতে নজর দিতে হবে। আমি ব্যবসায়িক সম্প্রদায়কে একটি স্মার্ট ক্লাসরুমের পরিকাঠামো তৈরিতে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানাই, যাতে শিশুদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায়।'

রেশন দোকানে বিক্ষোভ গ্রাহকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দীর্ঘদিন ধরে ঠিকমতো রেশন সামগ্রী না মেলার অভিযোগে পানিহাটি পুরসভার ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের ঘোলার সি ব্লকে ৩৯৮ নম্বর রেশন শপে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকরা। মঙ্গলবার সকালে গ্রাহকদের এই বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় ঘোলার সি ব্লকে। গ্রাহকদের অভিযোগ, তাঁরা নিয়মিত রেশন সামগ্রী পাচ্ছেন না। দীর্ঘক্ষন লাইনে দাঁড়িতে রেশন সামগ্রী পেতে তাদের রীতিমতো হয়রানির শিকারও হতে হচ্ছে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার বাদামপাহাড় স্টেশন থেকে বাদামপাহাড়-টাটানগর মেমু ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধন করলেন সবুজ পতাকা দেখিয়ে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ নভেম্বর ৫ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, বুধবার

মানিকতলায় মেকানিককে খুনের ঘটনায় তারাপীঠ থেকে গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মানিকতলায় গাড়ির মেকানিক অনিল রজককে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় তারাপীঠ থেকে গ্রেপ্তার করা হল চার অভিযুক্তকে। মানিকতলা থানার পুলিশ সোমবার ওই হোটেল থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে। সূত্রের খবর, মানিকতলার বাগমারির বাসিন্দা অনিল রজক মুরারিপুকুরের একটি গ্যারাজে কাজ করতেন। তাঁর পরিবারের অভিযোগ, ওই গ্যারাজেই মদ এবং জুয়ার আসর বসত। কালীপুজোর ভোগ বিতরণের সময়ে অভিযুক্ত সুভাষ দে, সঞ্জীব নাগ, অভিজিৎ দে এবং শিবা সাঁতরার সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন অনিল। এর পর হাতাহাতিতে গুরুতর আহত হন অনিল। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি

করা হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পরই অভিযুক্তরা গা ঢাকা দেয়। সেই তদন্তের সূত্র ধরেই মানিকতলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তারাপীঠের হোটেলে হানা দিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে।

অভিযোগ, সুভাষ এবং শিবাকে প্রথমে মারধর করেন অনিল। পাল্টা অভিযুক্তরা অনিলের পেটে লাথি মারেন। দেওয়ালে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত পান অনিল। পুলিশ সূত্রের খবর, মস্তিস্কে রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় তাঁর। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, অনিলের সিরোসিস অফ লিভার ছিল। এদিনের ঘটনার পর অনিলের পাকস্থলী থেকে মেলে প্রায় ১ লিটার মদও। যদিও অনিলের পরিবারের অভিযোগ, এলাকায় অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করায় তাঁর এমন পরিণতি হয়েছে। দুষ্কৃতীদের মারধরের পরে বাড়ি ফিরে বমি করতে থাকায় তাঁকে আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদেরও অভিযোগ, ওই এলাকায় সাট্টা, জুয়া-নেশার আসর, ক্রিকেট বেটিং চক্র চলত। এই সব অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করে পুলিশ।

অসুস্থ স্ত্রীকে 'হত্যা' করে আবাসনের চার তলা থেকে 'মরণঝাঁপ' বৃদ্ধের

অসহায়তার জেরেই কি মর্মান্তিক পরিণতি!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের বুকে বয়স্ক দম্পতির অস্বাভাবিক মৃত্যু। ঘটনাটি ঘটেছে আনন্দপুর নোনাডাঙার বাল্মিকী আবাসনে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, অসুস্থ স্ত্রীকে হত্যা করে নিজে আবাসনের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী হন বৃদ্ধ। মৃত্যু হয় ৭৭ বছরের অমূল্য সমাদ্দার ও বছর ষাটের গীতা সমাদ্দারের। কলকাতার বুকে এই মৃত্যু ফের একবার প্রশ্ন তুলেছে। বয়সকালে অসহায়তার।

জানা গিয়েছে, আনন্দপুর নোনাডাঙার বাল্মিকী আবাসনে সোমবার রাতে ভারী কিছু পড়ার শব্দে ছুটে আসেন বাসিন্দারা। দেখেন পড়ে রয়েছে বৃদ্ধের দেহ। ঘরে খোঁজ করতে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে রয়েছে অসুস্থ স্ত্রীর দেহ। শরীরে

একাধিক আঘাতের চিহ্ন। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অসুস্থ স্ত্রীকে খুন করে আত্মহত্যা করেছেন বৃদ্ধ। তবে সমস্ত দিক মাথায় রেখেই তদন্ত করছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, গত ১০ বছর ধরে শয্যাশায়ী গীতা সম্মাদার। পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন বৃদ্ধা। মঙ্গলবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানোর কথা ছিল। তদন্তকারীদের অনুমান, চিকিৎসার খরচ এবং অসুস্থতার কারণেই স্ত্রীকে খুন করে ওই বৃদ্ধ আত্মঘাতী হয়েছেন। ওই বৃদ্ধা-বৃদ্ধা ছাড়া ফ্ল্যাটে আর কেউ থাকতেন না। শুধু কি অসুস্থতা নাকি এই ঘটনার নেপথ্যে অন্য কারণ আছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একইসঙ্গে বয়স হলে অসহায়তার ছবিও উঠে এসেছে। তবে কি অসহায়তার জেরেই এমন ঘটনা? এ প্রশ্ন সকলের মনেই।

বিগত দশকে ক্রমশই ছোট হয়েছে পরিবার। এক বা দু'জন সন্তান-সন্ততি থাকলেও কাজের সূত্রে অথবা বিবাহ সূত্রে তাঁরা অন্যত্র থাকতে বাধতে হন। অনকেরই ছেলে বা মেয়ে ভিন রাজ্যে চাকরি করেন। এই অবস্থায় অসুস্থ দম্পতিকে দেখাশোনা করার আপনজনের অভাব ক্রমশই বাড়ছে। একাকীত্ব গ্রাস করছে তাঁদের। মনোবিদরাও এ নিয়ে উদ্বিগ্ন।

হাই সুগার, জেল থেকে এসএসকেএমে নিয়ে যাওয়া হল মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয়কে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ডায়াবেটিস রয়েছে। ইডি হেপাজত থেকে জেল হেপাজতে রয়েছেন তিনি। মন্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রেসিডেন্সি জেল থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, রক্তে শর্করার মাত্রা আচমকা বেড়ে যায় মন্ত্রীর। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চলছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা। গত ২৭ অক্টোবর মাঝরাতে রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। প্রথমবার আদালতে পেশ করার সময়েও অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁকে বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসার পর ইডি হেফাজতে ছিলেন মন্ত্রী। আদালতে পেশের সময় একাধিকবার নিজেকে অসুস্থ বলে দাবি করেন। এমনকী মৃত্যুর আশঙ্কাও করেছিলেন মন্ত্রী।

গত ১৬ নভেম্বর, আদালতে সশরীরে হাজিরাও দিতে পারেননি জ্যোতিপ্রিয়। শারীরিক অসুস্থতায় ভারচুয়ালি শুনানিতে অংশ নেন। জেলবন্দি মন্ত্রীর রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যন্ত বেশি বলেই দাবি করেন তাঁর আইনজীবীরা। হাসপাতালে ভর্তির আর্জি জানিয়েছিলেন মন্ত্রী। যদিও তাঁর আর্জি খারিজ হয়ে যায়। তার ঠিক পরদিনই জেলে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট হয় জ্যোতিপ্রিয়র। জেলেই তাঁকে অক্সিজেনও দেওয়া হয়। মঙ্গলবার ফের জেলে অসুস্থ মন্ত্রী। এবার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে।

প্রায় ৫৬ লক্ষ নগদ উদ্ধার পোস্তা থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের বিপুল টাকা উদ্ধার পোস্তা থানা এলাকা থেকে। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। সোমবার বিকাল সাড়ে ৪টে নাগাদ প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে পোস্তা থানার পুলিশ। সূত্র মারফত আগেই এ খবর পৌঁছেছিল পোস্তা থানার কাছে। এরপরই হানা দেয় পুলিশ। এক যুবককে দেখে সন্দেহ হয় তাঁদের। এরপরই ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ তাঁর নাম জানতে পারে। পুলিশ সূত্রে খবর, যুবকের নাম আমন সিদ্দিকী।

বছর চল্লিশের এই আমন সিদ্দিকির সঙ্গে ছিল একটি ট্রলি ব্যাগ। ব্যাগটি দেখে পুলিশের সন্দেহ আরও জোরাল হয়। এরপরই ব্যাগটি খুলে দেখাতে বলেন আধিকারিকরা। ট্রলির চেন খুলতেই থরে থরে সাজানো নগদ টাকা নজরে আসে পুলিশের। সেখান থেকে উদ্ধার হয় ৫৬ লক্ষ টাকা। তবে এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে পেয়েছেন আমন সে ব্যাপারে নিশ্চিত ভাবে কোনও উত্তর দিতে পারেননি। একইসঙ্গে কোথায় যাচ্ছেন সে ব্যাপারেও নিশ্চিত কোনও তথ্য দিতে পারেননি তিনি।এই টাকার স্বপক্ষে ছিল না কোনও প্রয়োজনীয় নথিও। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জেরা করে আসল বিষয়টি জানার চেষ্টা করছে। কোন উদ্দেশে এই টাকা তিনি নিয়ে যাচ্ছিলেন, কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তা জানার চেষ্টা চলে।

বন্ধ ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল খোলার দাবিতে অবরোধ করে বিক্ষোভ বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বন্ধ ভাটপাড়া রিলায়েন্স জুটমিল খোলার দাবিতে এবার আন্দোলনে বাম সমর্থিত শ্রমিক সংগঠন বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়ন। গত পয়লা নভেম্বর থেকে বন্ধ ভাটপাড়া জুটমিল। মিল বন্ধে চরম বিপাকে পড়েছে স্থায়ী-অস্থায়ী মিলিয়ে পাঁচ হাজার শ্রমিক পরিবার। বন্ধ মিল অবিলম্বে চালুর দাবিতে মঙ্গলবার বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের তরফে ব্যস্ততম ঘোষপাড়া রোডের ভাটপাড়া মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বামেরা। বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকারী সভানেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়। বামেদের বিক্ষোভের জেরে এদিন অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ঘোষপাড়া রোড। অবরোধের জেরে ৮৫ নম্বর রুটের বাস চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ঘোষপাড়া রোডে। আধ ঘণ্টা অবরোধ চলার পর, পুলিশি আশ্বাসে তারা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। অবরোধ উঠে যাবার পর ভাটপাড়া

মোড় থেকে মিল গেট পর্যন্ত তারা মিছিল করেন। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়ে বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যকরী সভানেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায় বলেন, পয়লা নভেম্বর থেকে বন্ধ ভাটপাড়া রিলায়েন্স মিল । অথচ মিল খোলার ব্যাপারে শ্রম দপ্তর কিংবা প্রশাসনের কারও কোনও হেলদোল নেই। শ্রমিক নেত্রীর অভিযোগ, পুজোর মরসুমে প্রভিডেন্ড ফান্ড থেকে শ্রমিকদের লোন মেলেনি। এমনকী প্রাপ্য পিএফ ও গ্যাচুইটি থেকে বঞ্চিত শ্রমিকরা। তাঁর হুঁশিয়ারি, সাত দিনের মধ্যে প্রশাসনকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকতে হবে। সাত দিনের মধ্যে মিল খোলার বিষয়ে কোনও উদ্যোগ না নেওয়া হলে, মিলের প্রতিটি গেট আটকে তারা বিক্ষোভে সামিল হবেন। গার্গীর কটাক্ষ, সরকারের বন্ধ মিল খোলার ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেয় না। অথচ লোক দেখানো শিল্প সম্মেলন করা হচ্ছে।

উপস্থিতির হার কম, পরীক্ষায় বসতে না দেওয়ায় দক্ষিণেশ্বরের স্কুলে তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: স্কুলে উপস্থিতির হার কম থাকায় দ্বাদশ শ্রেণীর ছয় ছাত্রীকে টেস্ট পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষায় বসতে দেবার দাবিতে প্রধান শিক্ষিকাকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন ছয় ছাত্রীর অভিভাবক। বিক্ষোভের নামে কার্যত 'তাণ্ডব' চলে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি কামারহাটি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণেশ্বর সারদা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের। পরীক্ষায় বসতে না দেওয়া হলে ব্লেড দিয়ে হাতের শিরা কাটার হুমকিও দেয় এক ছাত্রী। পরীক্ষায় বসতে পারবে না শুনে আর এক ছাত্রী অসুস্থ হয়েও পড়ে। অভিযোগ, প্রধান শিক্ষিকাকে তাঁর চেয়ার থেকে তুলে সেই চেয়ারে বসে পড়েন এক অভিভাবক। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় স্কুল চত্বরে। পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে দক্ষিণেশ্বর থানার পুলিশ। বিদ্যালয়ের সেই ভিডিও মঙ্গলবার প্রকাশ্যে আসে। ভাইরাল হওয়া সেই ভিডিওতে স্থানীয় কাউন্সিলর নবীন ঘোষালকেও শাসাতে দেখা গিয়েছে। (যদিও ভাইরাল হওয়া

ছবির সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন')। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, ৫০ শতাংশের কম উপস্থিতি থাকলে কাউকেই পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হয় না। সেই নিয়ম মেনেই ছয়জন ছাত্রীকে টেস্ট পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়নি। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দীপান্বিতা মুখোপাধ্যায় বলেন, ঘটনায় তারা যথেষ্ট আতঙ্কিত। তারা রীতিমতো নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। প্রধান শিক্ষিকার কথায়, পর্ষদের নিয়ম মেনেই ওই ছাত্রীদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ঘটনায় তিনি ভীষণভাবে ব্যথিত। স্থানীয় কাউন্সিলর নবীন ঘোষালের কথায়, তিনি কোনও হুমকি দেন নি। অভিভাবকদের ফোন পেয়ে তিনি স্কুলে গিয়েছিলেন। প্রধান শিক্ষিকার কাছে তিনি অনুরোধ করতে গিয়েছিলেন, যাতে ওই ছাত্রীদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হয়। সেখানে প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে মৃদু তর্কাতর্কি হয়েছে মাত্র। নবীন বাবু জানান, বিষয়টি মিটে গিয়েছে। এদিন ওই ছয় ছাত্রীকে পরীক্ষায় বসার অনুমতিও দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

বৈষ্ণবঘাটা গ্রিনভিউ কল্যাণ সংসদের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। ছবি: অদিতি সাহা

অটো-টোটোর দৌরাত্ম্যে কপালে ভাঁজ বেসরকারি বাস মালিকদের

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: বেসরকারি বাস কলকাতা থেকে রাজ্যের মানুষের সড়ক পরিবহণে লাইফ-লাইন হিসেবেই বিবেচিত হয়ে আসছে বহুকাল ধরে। এবার এই শিল্পে থাবা বসিয়েছে কলকাতা থেকে জেলায় জেলায় অটো আর টোটোর দৌরাত্ম্য। হাইওয়ের উপরেও এই বেআইনি অটো আর টোটোর দাপট চলছে। তার জেরেই ক্ষতির মুখে পড়েছে বেসরকারি বাস পরিবহণ। কারণ, এই অটো-টোটোর দৌলতে মানুষ একই অর্থ বা সামান্য বেশি অর্থ খরচ করে পৌঁছে যাচ্ছেন তাঁদের গন্তব্যে। এই ঘটনা নজরে এসেছে স্বয়ং পরিবহণ সচিবেরও। এরপরই প্রতিটি জেলাশাসককে নির্দেশ দেন, এই বেআইনি অটো আর টোটো চালকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার। এখানেই বেসরকারি বাস মালিকদের দাবি, পরিবহণ সচিব নির্দেশিকা পাঠালেও কাজের কাজ নাকি তেমন কিছু হয়নি। এদিকে খাস কলকাতাতেও বহু রুটে চলছে পারমিট ছাড়া বিপুল সংখ্যক অটো। তাদের দাপাদাপিতেও ক্ষতির মুখে বেসরকারি বাস মালিকেরা। অটোর এই দাপাদাপি বিশেষ করে নজরে

আসবে উত্তর কলকাতার শোভাবাজার- উল্টোডাঙা রুট থেকে শুরু করে গণেশ টকিজ থেকে ফুলবাগান রুটে। একই ছবি দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী-বেহালা রুট থেকে গোলপার্ক গড়িয়ার মতো ব্যস্ত রুটেও।

এরই পাশাপাশি বহু বেসরকারি গাড়ির বিশেষ কিছু রুটে কম পয়সায় রাস্তা থেকে যাত্রী তোলার ঘটনা তো লেগেই আছে। এই ধরনের ঘটনা বন্ধ হয় পুলিশি তৎপরতা বাড়লে। পুলিশের নজরদারি বন্ধ হলেই 'পুনর্মূষিক ভব'। শুধু তাই নয়, কলকাতা বা শহরের উপকণ্ঠে চালু হয়েছে নানা অ্যাপ ক্যাব। সেখানে চার চাকা থেকে দু-চাকা সহজেই বুক করতেও পারছেন সাধারণ মানুষ। এদিকে সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে এক বিরাট অংশের মানুষের বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় লোকের হাতে টাকা যে নেই তাও নয়। ফলে অ্যাপ ক্যাবের চাহিদাও বেড়েছে আম-জনতার কাছে।

এদিকে বিগত কয়েক বছরে জ্বালানি তেলের দাম যেমন বেড়েছে ঠিক তেমনই দাম বৃদ্ধি পেয়েছে আনুষঙ্গিক জিনিসপত্রেরও। ফলে বেসরকারি বাস চালানো এখন অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ হয়ে উঠেছে বেসরকারি বাস মালিকদের কাছে। এরসঙ্গে মড়ার ওপর খাড়ার ঘা হিসেবে রয়েছে পুলিশি জুলুমও। সেখানেও গড়ে একটি বা দু'টি কেস লেগেই থাকে নানা কারণে-অকারণে। সেই খাতেও বেরিয়ে যাচ্ছে বেশ বড় অঙ্কের এক টাকা। রয়েছে টোল ট্যাক্সের বিপুল খরচও। এছাড়া তো রয়েইছে বাস কন্ডাক্টরদের একাংশের অসাধু কার্যকলাপ। বহু রুটে মাল বহন করতে প্রচুর টাকা দাবি করেন তাঁরা। অন্য় কোনও উপায় না থাকায় তাতেই রাজি হন যাত্রীরা। অথচ এই খাত থেকে আসা একটি পয়সাও পৌঁছয় না মালিকদের হাতে। ফলে বাস চালিয়ে লাভের অঙ্ক যা আসা উচিত তা থাকছে না বাস মালিকদের। সঙ্গে ১৫ বছরের বাস বাতিলের নির্দেশ তো খাঁড়ার মতো ঝুলছেই।

এরসঙ্গে যোগ হয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি। আগে যে টাকায় সংসার চলে যেতো হেসেখেলে, তা এখন সোনার পাথর বাটি। এদিকে বেসরকারি বাস শিল্পে লাভের অঙ্ক কমায় হাতে টাকা নাকি কিছুই থাকে না বাস মালিকদের এমনটাই দাবি করছেন তাঁরা। ফলে কতদিন আর নিজের আর্থিক ক্ষতি করে ব্যবসা চালাবেন বেসরকারি বাস মালিকেরা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেছে ইতিমধ্যেই।

কুড়মি সমাজের নেতার সঙ্গে নওশাদের বৈঠকে নয়া জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কুড়মি সমাজের নেতা অজিতপ্রসাদ মাহাতোর সঙ্গে বৈঠক করলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। আর এই বৈঠকের পরই বঙ্গ রাজনীতিতে শুরু হল এক নয়া জল্পনার। আলোচনা শুরু হয়েছে, লোকসভায় কি আবারও সংযুক্ত মোর্চা নাকি নতুন কোনও ফ্রন্ট তা নিয়েই। সূত্রে এ খবরও মিলছে যে, আইএসএফ চেয়ারম্যান বৈঠক করছেন আদিবাসী দলিতদের নিয়ে কাজ করা সংগঠন স্বরাজ দলের সঙ্গেও। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, জয় ভিমের নেতৃত্বের সঙ্গেও আলাপ আলোচনা চলছে নওশাদের। জল্পনা শুরু হয়েছে, এই সমস্ত সংগঠন মিলে নতুন কোনও ফ্রন্ট হবে কি?

এই প্রসঙ্গে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির বক্তব্য, 'অজিতপ্রসাদ মাহাতো কুড়মি আন্দোলনের বড় মুখ। আমরা সব সম্প্রদায়কে সম্মান করি। রাজ্যের শাসকদলের পক্ষ থেকে কুড়মি ও আদিবাসীদের মধ্যে একটা ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের সজাগ থাকতে বলব।' এদিকে নভেম্বরে তৃণমূল বিজেপি বিরোধী

সব দলগুলির সঙ্গে আলাপ আলোচনার কথা ছিল সিপিএমের। ধাপে ধাপে সেই বৈঠক হওয়ার কথা বলেছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। পরের ধাপে বামফ্রন্টের মধ্যে বৈঠক। তাতে যে সিদ্ধান্ত হবে তা নিয়ে কংগ্রেস ও আইএসএফের সঙ্গে বৈঠক হবে, তেমনই জানিয়েছিলেন সেলিম। এদিকে এখনও পর্যন্ত এরকম বৈঠক নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানানো হয়নি কংগ্রেস ও আইএসএফকে। সূত্রের খবর, অন্য কয়েকটি বিষয় নিয়ে টেক্সট মেসেজ চালাচালি হয়েছে সেলিম ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর। তবে তাতে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও সিলমোহর পড়েনি।

প্রকাশ্যে এই বৈঠক না হওয়া নিয়ে একুশের মোর্চার সদস্যরা মুখ না খুললেও প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন কবে বৈঠক হবে তা নিয়েও। কারণ, সামনেই লোকসভা নির্বাচন। ফলে এই ধরনের বৈঠকের ক্ষেত্রে তা একেই অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে বলেই মনে করছেন তাঁরা। একইসঙ্গে তাঁরা এ প্রশ্নও তুলেছেন, বৈঠক করতে দেরি করলে মানুষকে বোঝানোর সময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের হাতে থাকবে না। আর এই দেরির কারণে মানুষ বিভ্রান্ত হন, ভোটে তার প্রভাব পড়ে। এখন কোন পথে এগোয় বিরোধী রাজনীতির এই সমীকরণ, নজর সেদিকেই।

সম্পাদকীয়

জনসাধারণ সচেতন না হলে দূষণ-রোধ অসম্ভব

দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। কার্যত পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর যে, দিল্লিতে সমস্ত প্রাথমিক স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, দিল্লির বায়ুর গুণমান স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সব বাইরের কার্যক্রম (আউটডোর অ্যাক্টিভিটি) সীমাবদ্ধ থাকবে বলে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল। পরিবেশ দূষণের সমস্যা একা দিল্লির নয়, পুরো উত্তর ভারতের সমস্যা। প্রসঙ্গত, হরিয়ানা এবং পঞ্জাবে ফসলের গোড়া পোড়ানোর জন্যই দিল্লির দূষণ এতটা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। অবশ্য প্রত্যেক বছরই এই একই ঘটনা ঘটে। দীপাবলির পর থেকেই ভারতের রাজধানী দিল্লিতে ক্রমশ বেড়েছে বায়ুদূষণ। কেউ ভুগছেন শ্বাসকষ্টে, কারও চোখে সর্বক্ষণ এক জ্বালা জ্বালা ভাব। দূষণের পরিস্থিতি মারাত্মক জেনেও নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে, অগ্রাহ্য করে হাজার হাজার মানুষ নির্দ্বিধায় আতশবাজি পুড়িয়েছেন। প্রশাসনও গা ছাড়া মনোভাব দেখিয়েছে। দিল্লিবাসীর পক্ষে এই বাতাস শ্বাস নেওয়ার উপযোগী নয় বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এমত পরিস্থিতিতে, পৃথিবীর দ্বিতীয় দূষিততম শহরে সরকার কিছু নিয়ম চালু করেছে অবশ্য। শহরের ভিতর আপাতত বাড়ি তৈরি এবং ভাঙার কাজ বন্ধ। শহর সংলগ্ন কারখানায় কাজ বন্ধ। গ্যাসে চলে, কেবলমাত্র এমন কারখানার চুল্লিই চালানো যাবে। শহরে ঢুকতে পারবে না ডিজলে গাড়ি। সরকারি-বেসরকারি অফিসবাবুরা 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করলে ভাল। দিল্লিতে আপাতত স্থগিত রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে হাইওয়ে, ওভারব্রিজ, পাইপলাইন নির্মাণ ও ধ্বংসের কাজও। এখন প্রশ্ন হল এত ব্যবস্থা করেও কি দূষণের মাত্রা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? যে ভাবে গাছপালা, জঙ্গল ধ্বংস করে, জলাশয় বুজিয়ে দিয়ে একের পর এক কংক্রিটের নির্মাণ হয়েছে বা এখনও হয়ে চলেছে তাতে শহরের আয়তন হয়তো ভবিষ্যতে আরও বাড়বে, কিন্তু সেই শহর কি সাধারণ মানুষের বসবাসের, নিশ্চিন্তে শ্বাস নেওয়ার উপযুক্ত থাকবে? বর্তমানে শহরমুখী এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে কি এই ভয়াবহ বিপদের হাত থেকে বাঁচানো আদৌ সম্ভব? অন্য দিকে, এই দূষণের ব্যাপারে কলকাতাও কিছু কম যায় না। পরিস্থিতি এখনও দিল্লির মতো দুর্বিষহ না হলেও বাতাসের গুণমান সময় সময় এখানেও সহনশীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। শীতের ভোরে ঘন ধোঁয়াশায় এই শহরও ঢাকা পড়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হল, দিল্লির থেকে আমরা কি কিছুটা হলেও শিক্ষা নিতে পারব? বিভিন্ন অছিলায় নির্বিচারে আতশবাজির ব্যবহার, রাজপথে কালো ধোঁয়া বার করা গাড়ির অনায়াস যাতায়াত, সর্বোপরি, নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন এবং জলাশয় বুজিয়ে শহর এবং শহরের আশপাশে কংক্রিটের বিপুল নির্মাণ; এর কি শেষ কোনও দিন হবে? সাধারণ মানুষ যত দিন নিজে থেকে উদ্যোগী না হবে, তত দিন এই দূষণকে আমরা রোধ করতে পারব না। তাই মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তাটি পৌঁছে দিতে হবে। এবং প্রশাসনকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে। তবেই হয়তো আমরা একটু নিশ্চিন্তে বুক ভরে শ্বাস নিতে পারব।

শাশ্বত কথা

মহাপুরুষের দুই স্বভাব

হাতির দুই প্রকার দাঁত থাকে-- একটি বাহিরে দেখিবার জন্য, যা বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়, আর একটি ভিতরে থাকে নিজে খাবার জন্য, সেই ভিতরের দাঁত অপরে জানিতে পারে না। মহাপুরুষদিগেরও সেইরূপ দুই প্রকার বৃত্তি বা আচরণ থাকে-- একটি বাহিরে লোককে দেখাইবার জন্য, আর অপরটি নিজের ভিতরের , যাহার সম্বন্ধে কেহই জানিতে পারে না। যে ব্যক্তি অজপা জপ করে, তাহার নিকট 'কাল' (মৃত্যু) কখনও আসিতে পারে না। (অর্থাৎ সে আর কালপাশে আবদ্ধ হয় না, দেহত্যাগের পর মুক্তি লাভ করে।) কোনও সাধু জিজ্ঞাসা করিলেও ইহার রহস্য কাহাকেও বলিবে না। ইহা গুপ্ত রাখিবে।

— শ্রীশ্রী রামদাস কাঠিয়াবাবা

জন্মদিন

আজকের দিন

মুলায়ম সিং যাদব

১৯৩৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মুলায়ম সিং যাদবের জন্মদিন।*
১৯৪৮ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও নির্দেশক সরোজ খানের জন্মদিন।*
১৯৮৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কার্তিক আরিয়ানের জন্মদিন।*

জন্মশতবর্ষের আলোকে উজ্জ্বল প্রফেসর অমল কুমার রায়চৌধুরী

অনুভব বেরা

২০২০ সাল। পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করলেন নোবেল কমিটি। নোবেল পেলেন রজার পেনরোজ, রেউনহারড গেনজেল এবং আড্রিয়া ঘেজ। গনিতবিদ রজার পেনরোজ অংক কষে, তত্ত্ব দিয়ে জানিয়েছিলেন আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিনতি হলো কৃষ্ণগহ্বর।গেনজেল ও আড্রিয়া ঘেজ টেলিস্কোপের পর্যবেক্ষণ করে দেখিয়েছেন আমাদের গ্যালাক্সি 'মিল্কিওয়ের' কেন্দ্রে রয়েছে অতিকায় কৃষ্ণগহ্বর। তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণের এক অতি উৎকৃষ্ট সমন্বয় সূচিত হয়েছে নোবেল কমিটির বিচারে। ধন্য ধন্য রব উঠল গোটা বিশ্বে।। আমরা ভারতীয়রা তথা বাঙালিদের কাছে এই স্বীকৃতির একটা আলাদা মাহাত্ম্য ছিল। কারণ, পেনরোজের তত্ত্বের একটা অংশ দাঁড়িয়ে আছে কলকাতার এক বাঙালি বিজ্ঞানীর তত্ত্বের উপর যার নাম 'রায়চৌধুরী ইকোয়েশন' - প্রনেতা প্রফেসর ডঃঅমল কুমার রায়চৌধুরী। পেনরোজের নোবেল প্রাপ্তিতে অবধারিত ভাবে উঠে এসেছিল সেই অমল কুমার রায় চৌধুরীর নাম। বিস্মৃতপ্রায় সেই বাঙালি অমলকুমার রায়চৌধুরীর এ বছর জন্ম শতবর্ষ ।তার জীবন কথা বলার আগে তার কাজের কথা একটু আলোকপাত করি।

১৯১৫ সালে আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে বলেছেন বিশ্বজগতের সবটাই মহাকর্ষ বলের হাতে বন্দি। ওই বল প্রতি মুহূর্তে বিশ্বচরাচরের আকারকে বদলে দিচ্ছে। ওই বল ই ঠিক করে দেয় আমাদের ছায়াপথ মিল্কিওয়ে কোন কক্ষপথ ধরে সৌরজগতের গ্রহরা প্রদক্ষিণ করবে। ওই বলের জন্য জগতের সব কিছু সুসাম্য অবস্থা বজায় থাকেনা, আর্ন্তনক্ষত্র মেঘমন্ডলী থেকে জন্ম নেয় নতুন তারা। আবার সেই বলের জন্য ই মৃত্যু হয় তারাদের। বড় তারার মৃতুতে তৈরি হয় কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল।

কৃষ্ণগহ্বর এমন একটি বস্তু যার মহাকর্ষ বল এতো বেশি যে এমনকি আলো ও সেখান থেকে বের হতে পারে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যদি খুব ছোটো জায়গায় অনেক ভর ঘনবিশিষ্ট হয়ে যায় যেমন গোটা পৃথিবীটা যদি সঙ্কুচিত হয়ে একটা সর্ষে দানার সমান হয়ে যায় এবং তার ভর এক ই থাকে তাহলে সেখানে মহাকর্ষ ওই রকম বেশি হতে পারে। আইনস্টাইন দেখিয়েছেন কোন ভারী মহাজাগতিক বস্তুর মহাকর্ষীয় টান মহাকালের স্থান ও সময়কে (স্পেস ,টাইম) বাঁকিয়ে চুরিয়ে দিতে পারে। মহাজাগতিক বস্তুর সেই অমোঘ টানের জেরে অত্যন্তভারী তার আশপাশের সব বস্তু ঢুকে পড়ে ওই বিশাল ভরের বস্তুর মধ্যে। আর সেই খিদের জেরে কোনো বস্তু এই আকর্ষণ উপেক্ষা করতে পারে না।এমনি কি আলোর ফোটন কনাও বেরতে পারে না। আলো,সময় সবকিছু ই এই ব্ল্যাকহোলের ট্র্যাপড সারফেসেএসে মিলিয়ে যায়। কিন্তু তার পর?বা ব্ল্যাকহোল সৃষ্টির আগে?

এটা কীভাবে সম্ভব আইনস্টাইন তার সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দিয়ে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে পারছিলেন না। নিজেই সন্দিহান ছিলেন ব্ল্যাকহোল নিয়ে। ১৯১৬তে সোযারজসচাইল্ড দেখালেন যে কৃষ্ণগহ্বর হলো আইনস্টাইন সমীকরণের একটি সমাধান। তার তত্ত্বে তিনি বললেন বিশেষ অবস্থায় স্থানকালে অদ্বৈত বিন্দু তৈরী হতে পারে। যে কেন্দ্রীয় ভরটিতে এই অদ্বৈত বিন্দু তৈরি হবে তার চার পাশে নির্দিষ্ট দূরত্বে একটি গোলীয় তল থাকবে যার ভিতর পদার্থ ও আলো ঢুকতে পারবে কিন্তু বেরতে পারবে না এই তলকে বলা হলো ইভেন্ট হরাইজন বা ঘটনা দিগন্ত। এবার এখানে একটা কথা উঠে এলো সিঙ্গুলারিটির অস্তিত্ব। সিঙ্গুলারিটি বা অদ্বৈত বিন্দু এমন একটা অসীম জায়গা যার ঘনত্ব অসীম।সেই জায়গা সেখানে সব কিছুই সৃষ্টি এবং তার শেষ। এই অদ্বৈত বা সিঙ্গুলারিটি নিয়ে কাজ করেছেন আমাদের অমল কুমার রায়চৌধুরী। তিনি স্থান কালের (স্পেস, টাইম) মুক্তকনা ও আলোর গতি বেগ কি হওয়া উচিত তার গানিতিক হিসাব করেন ।সেই হিসাব থেকে একটা সমীকরণের মাধ্যমে তিনি দেখান যে স্থানকাল যদি আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ মেনে চলে তাহলে ওই গতিপথ গুলি পরস্পরের দিকে সরে যাবে এবং একটি বিন্দুতে মিলিত হতে পারে। এর থেকে পরোক্ষভাবে দেখানো সম্ভব সে স্থান কালের অদ্বৈত বিন্দু থাকা সম্ভব।ওই সমীকরণ রায়চৌধুরী ইকোযেশন' নামে পরিচিত এবং বর্তমান কালে সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বিষয়ের যে কোনো ব ইয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গোলীয় প্রতিসাম্যের শর্ত না ধরে নিয়ে ও যে স্থানকালে অদ্বৈত বিন্দুর অস্তিত্ব গানিতিক রূপে দেখানো সম্ভব এটাই ছিলো তার কাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যত গবেষণা হয়েছে তার মধ্যে অমলবাবুর এই কাজ অগ্রগন্য। তার এই সূত্র ধরে স্টিফেন হকিং এবং রজার পেনরোজ এই তত্ত্বকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায় যেটি 'পেনরোজ হকিং সিঙ্গুলারিটি থিয়োরাম' নামে পরিচিত। এবার তার কথা অর্থাৎ অমল কুমার রায় চৌধুরীর জীবন নিয়ে দুচার কথা বলি।

১৯২৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বরিশালে অমলবাবুর জন্ম। ১০-১১বছর বয়সেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। পড়াশোনা করেন তীর্থপতি, হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৪ এম এস সি পাশ করেন। ১৯৪৯ আশুতোষ কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যপক রূপে যোগ দেন।এই সময় থেকে তার বিভিন্ন গবেষণাপত্র বিদেশের বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৯৫২ তিনি ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দি ক্যালটিভেশন অব সায়েন্সের (আই এ সি এস) রিসার্চ অফিসার হিসেবে যোগ দেন। সেই সময় পদার্থবিদ সত্যেন বোস ও মেঘনাদ সাহার বেশ নামডাক। তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ন নিজস্ব ভাবনায় গবেষণার কাজ চালিয়ে যান অমলবাবু। আই এ সি এস থেকে বিদায় নিয়ে অমলবাবু যোগ দেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রায় তিরিশ বছর সুনামের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। শান্ত, সৌম্য,স্থিতধী ছাত্রবৎসল মানুষ টির পোষাকআশাকে কোন জাক ছিল না। সাধারণত ধূতি পাঞ্জাবি পরতেন। থাকতেন বালিগঞ্জে।

১৯২৩ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বরিশালে অমলবাবুর জন্ম। ১০-১১বছর বয়সেই তিনি কলকাতায় চলে আসেন। পড়াশোনা করেন তীর্থপতি, হিন্দু স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৪ এম এস সি পাশ করেন। ১৯৪৯ আশুতোষ কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যপক রূপে যোগ দেন।এই সময় থেকে তার বিভিন্ন গবেষণাপত্র বিদেশের বিজ্ঞান জার্নালে প্রকাশিত হতে শুরু করে। ১৯৫২তিনি ইন্ডিয়ান আসোসিয়েশন ফর দি ক্যালটিভেশন অব সায়েন্সের (আই এ সি এস) রিসার্চ অফিসার হিসেবে যোগ দেন। সেই সময় পদার্থবিদ সত্যেন বোস ও মেঘনাদ সাহার বেশ নামডাক। তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ন নিজস্ব ভাবনায় গবেষণার কাজ চালিয়ে যান অমলবাবু।আই এ সি এস থেকে বিদায় নিয়ে অমলবাবু যোগ দেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রায় তিরিশ বছর সুনামের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। শান্ত, সৌম্য,স্থিতধী ছাত্রবৎসল মানুষ টির পোষাকআশাকে কোন জাক ছিল না। সাধারণত ধূতি পাঞ্জাবি পরতেন। থাকতেন বালিগঞ্জে। সে যা ইহোক আই এ সি এস থাকাকালীন ১৯৫৫সালে 'ফিজিক্যাল রিভিউ' বিজ্ঞান জার্নালে 'রিলেটিভিস্টিক কসমোলজি ওয়ান' শীর্ষক গবেষণাপত্র বের হয়।তাতেই 'রায়চৌধুরী ইকোযেশন' উল্লেখ ছিল। পরবর্তী কালে এই সমীকরন আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। খুব সোজা কথায় বলতে গেলে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সাথে রজার পেনরোজ এবং স্টিফেন হকিংয়ের ভাবনার যোগসূত্র ঘটিয়েছে এই সমীকরন যা আগে আলোচনা হয়েছে। অবিশ্বাস্য, অসাধারণ কাজ করেছেন এই বাঙালি অধ্যাপক। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বিদেশ যখন অমলবাবুর কিছু গবেষণা পত্র রীতিমত আলোচিত , তখন এ দেশে সেভাবে কেউ তাকে চিনতো না। ওনার প্রথম স্বীকৃতি আসে মার্কিন মুলুক থেকে। যখন এক ভারতীয় ছাত্র -গবেষক জয়ন্ত বিষ্ণু নারলিকার আপেক্ষিক মহাকাশ তত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সেই সময়কার বরেণ্য বিজ্ঞানী হাওলি সাহেবের কাছ থেকে জানতে পারেন যে তার গবেষণার সাহায্য করতে পারে রায়চৌধুরী সমীকরণ। নারলিকার স্যার তারপর অমলকুমার রায়চৌধুরীর প্রকাশিত গবেষণার উপর পড়াশোনা শুরু করার পর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী হন। কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৬৩ সালে টেক্সাস শহরে একটি বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, সেখানে ড রায়চৌধুরীও আমন্ত্রিত হন। এই সম্মেলনের পরে প্রায় একবছর তিনি মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিষয়ক সম্মানিত শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। দেশে ফিরে প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতা করেন। তারপর বেশ কয়েক প্রজন্ম ওনার হাত ধরে যে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানলাভ করে তারা আজ ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের নানা প্রান্তে পদার্থবিদ্যার গবেষণা কিংবা শিক্ষকতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। পনরোজের কৃষ্ণগহ্বর তৈরি সংক্রান্ত গবেষণা কাজের নোবেল প্রাপ্তির পর অনেকের মুখে রায়চৌধুরীর অবদানের কথা শোনা যায়। পেনরোজ অমলবাবু কে জানতেন সেই সুদূর অক্সফোর্ড এ বসে।

৮২/৮৩তে পেনরোজ যখন কলকাতায় আসেন তখন অমলবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভীষণ অন্তর্মুখী এই মানুষটির স্বীকৃত এসেছে ধীরে ধীরে। ১৯৭৪-১৯৮৩সাল পর্যন্ত তিনি আন্তর্জাতিক সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও মহাকর্ষ কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৮৮-১৯৯১ INSAর বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী পদেছিলেন। এছাড়া ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ট কমিশনের এমিরিটাস ফেলো ছিলেন।১৯৮৬সালে অবসর নেওয়ার পর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কাজ করেন। সারাজীবন তিনি কাজ করেন। তার প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা ৪৬টির ও বেশি। ২০০৫ সালের১৮ জুন বার্ধক্য জনিত অসুখে তিনি প্রয়াত হন। ঠিক তার এক বছর আগে ২০০৪ সালে তার শেষ গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। কাজের প্রতিএমন নিষ্ঠা কয় জনের হয়! অমলবাবু পাঁচটির মতো পাঠ্যবই লিখেছেন।তার মধ্যে 'আত্মজিজ্ঞাসা ও অন্যান্য রচনা 'বইটিতে নিজের কথা জানিয়েছেন।

প্রচারবিমুখ মানুষটির কাজ জীবৎকালে আলোচিত হয়নি।তার মূল কাজ রায়চৌধুরীর ইকুয়েশন প্রচারের আলোয় এসেছে ২০২০ পনরোজের নোবেল প্রাপ্তির পর। ড. রায়চৌধুরীর জন্মের শততম বর্ষে ও কী আমরা তার কাজ ও জীবনাদর্শ নিয়ে চর্চা করবো না?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

চোরকে সৎপথে আনার পুলিশি চেষ্টা ব্যর্থ, ফের চুরির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: স্বভাব যায় না মলে। এটাই প্রবাদ বাক্যটিই যেন ফের প্রমাণ হয়ে গেল সালানপুর থানার অন্তর্গত জেমারির শিরীষবেড়িয়া অঞ্চলের বাসিন্দা ইসিএলের কর্মচারী রামলাগান চৌহানের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে চুরির অভিযোগের তদন্তে নেমে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে চোরের ছবি। সেই ছবি দেখে পরিষ্কার হয় চোর আর কেউ নয়, স্থানীয় ও বহু পরিচিত কুটরা। যাকে চুরির অপরাধে বহুবার ধরেছে পুলিশ। এলাকায় চোর হিসেবে পরিচিত। এমনকি, কিছুদিন ধরে কূটরাকে ভালো পথে আনার চেষ্টা করেছিল সালানপুর থানার রূপনারায়ণপুর ফাঁড়ির পুলিশ। কুটরা ফাঁড়িতে টুকিটাকি কাজ করত বিনিময়ে পুলিশ কর্মীদের কাছ থেকে কিছু টাকাও পেত। তবে হঠাৎ আরও সক্রিয় চোরের ভূমিকায় দেখা গেল কুটরাকে। কুটরার আসল নাম সুমন দত্ত, জেমারি অঞ্চলেই তার বাড়ি। একেই বলে, স্বভাব যায় না মলে।

চুরি প্রসঙ্গে বাড়ির মালিক রামলাগান চৌহানের দাবি, বাড়িতে ছটপুজো ছিল। তাই পূজা শেষ হওয়ার পর শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ায় তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করে পাশেই নতুন বাড়িতে ঘুমানোর জন্য গিয়েছিলেন। সকালে উঠে দেখেন বাড়ির সমস্ত দরজাগুলি বন্ধ কোনও রকমে বাড়ির দরজা খুলে পুরনো বাড়িতে গিয়ে দেখেন সামনের দরজা ভাঙা। বাড়ির ভিতরে সমস্ত জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং নগদ ৮০ হাজার টাকা, বউয়ের সোনার মঙ্গল সূত্র, কানের দুল, আংটি নেই এবং মেয়ের মোবাইল ফোন এবং একটি হটহাড়ি নেই। আশপাশে জানাজানি হতেই সামনেই একটি বিস্কুট কারখানার লোকজন তাঁদের কারখানাতেও চুরির চেষ্টা হয়েছে বলে দাবি করেন। কারখানার সিসিটিভি দেখে বোঝা যায়, কুটরা মানে সুমন দত্ত এই চুরি করেছে। সালানপুর থানার পুলিশ এসে দেখে যায়। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: দুয়ারে রেশনে আগে দেওয়া হচ্ছিল কুপন। পরে দেওয়ার কথা ছিল পণ্য। কিন্তু এই পদ্ধতি মানতে নারাজ গ্রাহকরা। প্রতিবাদে ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন দেখালেন গ্রাহকরা। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে বারাসত পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের। এদিন ছিল বারাসত পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের দুয়ারে রেশন। রেশন ডিলার আশিস ঘোষ লারিকা এলাকায় এই ক্যাম্প করছিলেন। গ্রাহকদের অভিযোগ, এর আগেও বহুবার কুপন দিয়ে তিনি রেশনের সামগ্রী দেননি। আর সেই সমস্ত সামগ্রী আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ গ্রাহকদের। তাই এদিনও আগের বারের মতো কুপন দিতে চাইলে তা মানতে নারাজ গ্রাহকরা। প্রতিবাদীদের দাবি আগে রেশনের পণ্য তারপরে কুপন। এই দাবি তুলেই ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকরা। রেশন ডিলার আশিস ঘোষ তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন এখন রেশনের পণ্য নেই তাই দেওয়া যাচ্ছে না। আগামী বৃহস্পতিবার গ্রাহকদের পণ্য দিয়ে দেওয়া হবে। তবে আগে কুপন নিয়ে পণ্য না দেওয়ার প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি।

RECRUITMENT
SWAMI VIVEKANANDA COLLEGE OF EDUCATION
No. svce/06 Dated: 17-11-2023
Swami Vivekananda College of Education, Vill-Modina, P.O.-Gobindapur, Dist.- Hooghly, Pin-712602, W.B. invites applications for the posts of Assistant Professors of following subjects in B.Ed. Department: Education (Method), Education (Foundation), Mathematics, Performing Arts (Music), Fine Arts. Qualification: As per NCTE norms. Contact No. -9474848601. Please send your CV within 7 (Seven) days to E-Mail- recruitment.svce2022@gmail.com
S/d
Dr. P. Paul
Principal

মহানবমীতে কুমারী পুজোয় পূজারী মন্ত্রিপুত্র দেবদূত মান্না

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: মঙ্গলবার সিঙ্গুর রতনপুর উদয় সংঘের শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পূজায় মহানবমীতে রাজ্যের কৃষিজ বিপণন এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। পুরোহিতের আসনে বসে মন্ত্রপাঠ করে নবমীর পূজা করলেন মন্ত্রিপুত্র দেবদূত মান্না।

সিঙ্গুরের রতনপুরের উদয় সংঘের ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোর পূজারীর ভূমিকায় মন্ত্রিপুত্র দেবদূত অসাধারণ পুজো করল, পাশে পুরোহিত ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে কুমারী পূজার স্পষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করল দেবদূত। এ বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। তার পুজো করার ধরন দেখে মোহিত হয়ে গেলেন কর্মকর্তারা প্রতিবেশীরা পাশে বসা পুরোহিত ও মা ডাক্তার করবি মান্না এবং বাবা মন্ত্রী বেচারাম মান্না। জানা গেল, দেবদূত বাড়িতে সমস্ত পুজো করেন। এত সুন্দর সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণে এত অল্প বয়সে পারদর্শী ভাবাই যায় না জানালেন কর্মকর্তা ও প্রতিবেশীরা।

বন্দে ভারত ট্রেনের ধাক্কায় ছাত্রীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ট্রেন লাইনে শৌচক্রিয়া করার সময় বন্দে ভারত ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল মহকুমার সামসি রেলগেটের কাছে। এই ঘটনার পর সাময়িক সময়ের জন্য ডাউন বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সামসি রেল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে হইচই শুরু হয়ে যায় । পরে ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছন রেল পুলিশের কর্তারা। পরে আবার বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম বাসন্তী মণ্ডল (১৬)। তার বাড়ি তার বাড়ি উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার কাপাসিয়া গ্রামে। এদিন ওই ছাত্রী তার দিদি ও জামাইবাবুর সঙ্গে বাইকে চেপে মালদার ভুতনি থেকে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। রেল লাইনের ধারে শৌচকর্ম করতে যাওয়ার সময় হঠাৎ ডাউন বন্দে ভারত একপ্রেস ট্রেনের ধাক্কা লাগে। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে ওই ছাত্রীকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসা করা মৃত বলে জানিয়ে দেন।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
(কোড - ১৪৮১৭), উল্লাস গেট নং ১, পিন - ৭১৩১০৪ (পব)
জেলা - পূর্ব বর্ধমান, প.ব., ই-মেল - sbi.14817@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৫.০৮.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সুরজিৎ মাঝি (প্রয়াত),** গ্রাম এবং পো. শারদল, থানা - মিহিজাম, জেলা - জামতারা, ঝাড়খণ্ড, পিন - ৮১৫৩৫৪, **শ্রীমতি সুরজ মণি মুর্মু ওরফে হেমব্রম,** স্বামী প্রয়াত সুরজিৎ মাঝি (প্রয়াতর আইনি উত্তরাধিকারি) গ্রাম এবং পো. শারদল, থানা - মিহিজাম, জেলা - জামতারা, ঝাড়খণ্ড, পিন - ৮১৫৩৫৪, কে নোটিশে উল্লিখিত **৩১,৪২,০১২ টাকা (একত্রিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার বারো টাকা) টাকা ২৫.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** এবং ২৬.০৮.২০২৩ থেকে সুদ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/অংশীদারগণ/জামিনদাতাগণের প্রতি এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২০ নভেম্বর ২০২৩** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৩১,৪২,০১২ টাকা (একত্রিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার বারো টাকা) টাকা ২৫.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** এবং ২৬.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ এবং ২৬.০৮.২০২৩ ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির মালিক : শ্রী সুরজিৎ মাঝি
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ২ কাঠা অবস্থিত মৌজা - মনোহরা, জেএল নং ৫৩, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, থানা - সালানপুর, কল্যা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এলআর খতিয়ান নং ৫০৫, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৮, দলিল নং ১-২৪৪৪/২০২০, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০২২৪, পৃষ্ঠা ৫৩৫১৮ থেকে ৫৩৫৩৮, অনুযায়ী শ্রী সুরজিৎ মাঝি, পিতা প্রয়াত মাটু মাঝি, গ্রাম - শারদল, পো-শারদল, থানা- মিহিজাম, জেলা-জামতারা, ঝাড়খণ্ড, পিন- ৮১৫৩৫৪ এর নামে। সম্পত্তির **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রীমতি সারিকার জমি, দক্ষিণে : ঋষি পালের ভবন, পূর্বে: ১৬ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক, পশ্চিমে : ভেন্ডরের জমি এবং বিনয় কুমারের ভবন সমন্বিত।
দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
তারিখ - ২০.১১.২০২৩
স্থান - বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি, বর্ধমান

১১০ বছরের পুরনো পুজো। প্রসন্ন কুমার চৌধুরী প্রথম পুজো শুরু করেন ১৯১৪ সালে। প্রথম কলকাতায় ১২/১ শশীভূষণ দে স্ট্রিটের বাড়িতে এই পুজো হত। তারপর ওখান থেকে ১৯৩৮ সালে মুর্শিদাবাদের কাঁদি যেমো গোলাপ বাগান বাড়িতে পুজো শুরু করেন। এখন প্রসন্ন কুমার চৌধুরীর বংশধররা পুজো করেন।

BANGIYA GRAMIN VIKASH BANK (A GOVT. ENTERPRISE)
নদিয়া রিজিওনাল অফিস, ৫, আর.কে. মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট, পো. কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন -৭৪১১০১
দখল নোটিশ

যেহেতু বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং, শাখার নাম, ফোন নং, ইমেল	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/ জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) ১৩(০২)-তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবির পরিমাণ
(১) কৃষ্ণনগর bmksn@bgvbank.co.in	**মেঘনাদ ইঞ্জিনিয়ারস, সুজিত বোস, পম্পা বোস এবং রোহিত বোস** স্বত্বা/ঋণগ্রহীতা : **১. মেসার্স মেঘনাদ ইঞ্জিনিয়ারস কনস্ট্রাকশন কোম্পানি,** লালপুর, পো. চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২ **(ঋণগ্রহীতা)** **২. সুজিত বোস,** পিতা মনোজ কান্তি বোস, লালপুর নতুন পাড়া, পো. চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২ **(ঋণগ্রহীতা)** **৩. পম্পা বোস,** স্বামী সুজিত বোস, লালপুর নতুন পাড়া, পো. চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২ **(ঋণগ্রহীতা)** **৪. রোহিত বোস,** পিতা সুজিত বোস, লালপুর নতুন পাড়া, পো. চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২ **(ঋণগ্রহীতা)**	১. সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : লালপুর, জেএল নং ২০, প্লট নং আরএস ১১২/১১৪৯/এলআর ৯৭৬ এবং আরএস ১১৩ এবং ১১৪/এলআর ৯৭৭, খতিয়ান নং এলআর ৩৬৭০, ৩৬৭২, ৭৪৯৫, ৭৬১১, জমির শ্রেণি-বাড়ি, এরিয়া : ১) ২১.৩৭ শতক, ২) ১০.৬৮৫ শতক, পার্টিশন দলিল নং ১-৪৮৫৮-২০১৫ সালের অনুযায়ী শ্রী সুজিত বোস, পিতা প্রয়াত মনোজ কান্তি বোস এবং শ্রীমতি পম্পা বোস, স্বামী শ্রী সুজিত বোস এর নামে এবং ১-৬৪৮-২০১৬ সালের ১) শ্রী সুজিত বোস, পিতা প্রয়াত মনোজ কান্তি বোস ২) শ্রীমতি পম্পা বোস, স্বামী শ্রী সুজিতবোস ৩) শ্রী রোহিত বোস, পিতা সুজিত বোস এর নামে চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) : উত্তরে : সঞ্জীব দাসের ভবন, দক্ষিণে : সুজিত বোস এবং পম্পা বোসের সম্পত্তি এবং শ্যামা কিঙ্কর চৌবের ভবন, পূর্বে : পুর সড়ক এবং জীবন কৃষ্ণ দাস এর ভবন, পশ্চিমে : রেল লাইন, থানা-চাকদহ, জেলা-নদিয়া,পিন - ৭৪১২২২, সুজিত বোস, পিতা মনোজ কান্তি বোস, লালপুর, নতুনপাড়া, পো -চাকদহ, জেলা -নদিয়া, পিনা -৭৪১২২২, পম্পা বোস, স্বামী সুজিত বোস, লালপুর, নতুন পাড়া, পো-চাকদহ, জেলা - নদিয়া, পিন- ৭৪১২২২ এবং রোহিত বোস, পিতা সুজিত বোস, লালপুর, নতুনপাড়া, পো-চাকদহ, জেলা-নদিয়া, পিন -৭৪১২২২, ঋণগ্রহীতা।	ক) ২৮.০৮.২০২৩ খ) ১৭.১১.২০২৩ গ) ৪,৮০,২০,৯৭৭ টাকা (চার কোটি আশি লাখ কুড়ি হাজার নশো সাতাত্তর টাকা) ৩০.০৬.২০২৩ থেকে অধার্য সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ।

তারিখ : ২২.১১.২০২৩
স্থান : কৃষ্ণনগর, নদিয়া
অনুমোদিত অফিসার, বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, নদিয়া রিজিওনাল অফিস
৫, আর.কে. মিত্র লেন, পাত্র মার্কেট, পো. কৃষ্ণনগর, জেলা : নদিয়া, পিন -৭৪১১০১

৪৯তম বর্ষে এক ফোঁটা জলে মেটে না তৃষ্ণা সিঙ্গুরের জগদ্ধাত্রী পুজোয় থিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: ৪৯ তম বর্ষে পদার্পণ করল হুগলির সিঙ্গুরের রতনপুর উদয় সংঘের পুজো। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভ উদ্বোধন করলেন আঁটপুর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ বশিষ্ঠনন্দজি মহারাজ, উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, সিঙ্গুর ব্লক সমস্টি উন্নয়ন আধিকারিক শৌভিক ঘোষাল, গ্রামীণ পুলিশের এসপি কামোনাশিস সেন, সিঙ্গুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক জয়ন্ত পাল, বিভিন্ন কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান ও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন জগদ্ধাত্রী পুজোয় দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণও করা হয়।

গ্রামীণ পুলিশের এসপি কামোনাশিস সেন বলেন, এই নিয়ে তৃতীয় বার তিনি হুগলিতে আসছেন। এখানেই তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। হুগলি জেলার একটা ঐতিহ্য জগদ্ধাত্রী পুজো, চন্দননগরের মতো হুগলি গ্রামীণের বিভিন্ন জায়গায় জগদ্ধাত্রী পুজো হচ্ছে, সকলে ভালো থাকবেন।

শৌভিক ঘোষাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান। মঞ্চে উপস্থিত সকলকে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা জানান মহারাজজি, বৈদিক যুগ থেকে আমরা ঋষিদের কণ্ঠে বিভিন্ন বাণী শুনে এসেছি, আমরা এখন যে যুগে বাস করছি সেই মন্ত্রের দ্রষ্টা মানুষকে জানতে হবে। জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্যে মা সারদার জীবনে কি ঘটেছে সেই বিষয়ে কর্ণপাত করেন তিনি।

রতনপুর উদয় সংঘ ক্লাবের সভাপতি তথা মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, মানুষকে সচেতন করার জন্যে এবছরের থিম আমরা করেছি এক ফোঁটা জলেও মেটে না তৃষ্ণা। একফোঁটা জলও অপচয় করা চলবে না এটাই আগামীর বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে। প্রতিমা নিরঞ্জন হবে দ্বাদশী অর্থাৎ শুক্রবার দিন।

Joynagar S.K.U.S. Ltd
(Registration No.14 date-14.01.1957)
Vill & P.O.- Joynagar, Dist-Howrah
NOTICE
In pursuance of order no. 1150/II-06/12 dated-20.09.2023 of the Returning Officer of Joynagar S.K.U.S. Ltd. and ARCS, Howrah Range it is hereby notified for information to all the members of the Joynagar S.K.U.S Ltd.(Regn No-14 date-14.01.1957) that a Special General Meeting of the Society will be held on 07.01.2024 at 10:00 A.M. at the premises of the Registered Office of the Society (Vill &P.O Joynagar S.K.U.S.Ltd) under section 31 of WBCS Act 2006 to transact the following agendum.
1: Election to the Board of Directors of Joynagar S.K.U.S. Ltd (Election Schedule is attached below).
All the members of the above noted Society are requested to attend the Special General Meeting on the scheduled date and time positively and to take part in the election to the Board of Directors of the Society.
Sd/-
(Mitra Biswas)
Inspector of Co-operative Societies, Panchla Block
Joynagar S.K.U.S. Ltd.

SCHEDULE FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS
Memo no. 02/BOD Election/2023 Date: 17.11.2023
In pursuance of W.B. Co-operative Election commission Regulation-2012 & Order no. 1150/II-06/12 dated-20.09.2023 of the Returning Officer, Joynagar S.K.U.S. Ltd & ARCS, Howrah Range all the members are hereby informed that the Election to the Board of Directors of the above mentioned Society will be held on 07.01.2023(Sunday) as per the following schedule.
Number of Directors to be elected: 15out of which 02 (two) are reserved for women and 01(One) reserved for SC/ST.

SL. No.	Programme	Date	Time	Place
1	Publication of final voter list	22.11.2023	--	--
2	Issue of Nomination form	23.11.2023 & 24.11.2023	11.00 a.m. to 3.00 p.m.	Society's Office
3	Submission of Nomination Papers	25.11.2023	11.00 a.m. to 3.00 p.m.	-do-
4	Scrutiny of Nomination Papers	28.11.2023	12.00 (Noon)	-do-
5	Publication of list of Valid Nominations	28.11.2023	Immediately after Scrutiny	Society's Office Notice Board
6	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	29.11.2023	Upto 3:00 p.m.	Society's Office
7	Publication of Final List of Contesting Candidates	29.11.2023	After 3.00 p.m.	Society's Office Notice Board
8	Date of Poll (if required)	07.01.2024	10.00 a.m. to 3.00 p.m.	Premises of Society
9	Counting of Votes & Publication of Results	07.01.2024	After completion of Poll	-do-

N.B.- 1) Eligibility for being elected as Director: As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date.
2) At the time of Election of the BOD, voters have to produce a photo ID Card as recognized by the election Commission of India.
3) Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination form (if applied for SC/ST reservation)and original to be produced before the ARO at the time of scrutiny.
Date: 17.11.2023
Sd/-
(Mitra Biswas)
Assistant Returning Officer
Joynagar S.K.U.S. Ltd.

SBI এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর, কোড নং: ৬৪০৭৬
৬৬, ব্যারাকপুর রোড, পোঃঅঃ- ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০১২০, ই-মেল: sbi.64076@sbi.co.in
গাড়ি নিলাম বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত আধিকারিকের বিশদ : নাম: শাশ্বতী সাহা, মোবাইল: ৯৬৭৪৭২১০২০, ই-মেইল : sbi.64076@sbi.co.in
অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রি বিজ্ঞপ্তি [রুল ৬(২)-তে বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২-এর রুল ৬(২) বন্দোবস্ত -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে অস্থাবর সম্পদের ই -অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ০৮.১২.২০২৩
সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
প্রাক-বিড ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ : "আগ্রহী দরদাতা ই-নিলাম শেষ হওয়ার আগে এমএসটিসিতে প্রাক-বিড ইএমডি জমা দিতে পারেন। প্রাক-বিড ইএমডির ক্রেডিট এমএসটিসির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে এবং ই-নিলামের ওয়েবসাইটে এই জাতীয় তথ্য আপডেট করার পরে দরদাতাকে দেওয়া হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুসারে এটি কিছুটা সময় নিতে পারে এবং তাই দরদাতাদের তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের কোনও সমস্যা এড়ানোর জন্য প্রাক-বিড ইএমডি পরিমাণ আগে থেকেই জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।"
সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তির সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুরক্ষিত ঋণদাতা) অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা **বাজেয়াপ্ত গাড়িগুলি "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **০৮.১২.২০২৩** তারিখে বিক্রয় করা হবে।
জ্ঞাত সম্পত্তিসহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ক্র. নং ১ **শ্রী সঞ্জয় চৌধুরি, অ্যাকাউন্ট নং ৩৯৭৯৩৭৪৭৪৯-৪** বকেয়া পরিমাণ : **৭,১৪,৬৬৪.০০ টাকা ২০.১১.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী** + এরপরে সুদ। সংরক্ষিত মূল্য **৫,৭৩,০০০.০০/- টাকা**। বায়না জমা অর্থ (ইএমডি) হবে **৫৭,৩০০.০০/- টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা** **পরিদর্শনের তারিখ : ২৯.১১.২০২৩**
গাড়ির বিশদ : মারুতি সুইফ্ট জেডএক্সআই, পেট্রোল, রেজি. নং **WB 02 AQ 5496,** রেজি. তারিখ: **২৫.১১.২০২০,** নির্মাণ বর্ষ : **২০২১**
ক্র. নং ২ **শ্রী সাগর পাল, অ্যাকাউন্ট নং ৪০৭৯৪৮৭১৬৩-৪** বকেয়া পরিমাণ : **৫,৮০,৭৯০.০০ টাকা ২০.১১.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী** + এরপরে সুদ। সংরক্ষিত মূল্য **৫,৪৪,০০০/- টাকা**। বায়না জমা অর্থ (ইএমডি) হবে **৫৪,৪০০.০০/- টাকা** এবং বর্ধিত মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা** **পরিদর্শনের তারিখ : ২৯.১১.২০২৩**
গাড়ির বিশদ : হুন্ডাই গ্র্যান্ড নিওস, পেট্রোল, রেজি. নং **WB 20 BM 6566,** রেজি. তারিখ: **০৪.০৩.২০২২,** নির্মাণ বর্ষ : **২০২১**
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, দয়া করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন: www.sbi.co.in ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিমিটেডের লিঙ্কটি দেখুন: https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp
তারিখ: ২২.১১.২০২৩, স্থান: ব্যারাকপুর
অনুমোদিত আধিকারিক, এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শ্রী এন কে লাকরা, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭২১০০৪
[রুল ৬, ৮ এবং রুল ৯ সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬, ৮ এবং রুল ৯ সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১২.১২.২০২৩ (ক্রম নং ১)
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৭.১২.২০২৩ (ক্রম নং ২)
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত ১২.১২.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **২৬,১৪,৯০,৮৫৪.৩০ টাকা (ছাব্বিশ কোটি চোদ্দ লাখ নব্বই হাজার আটশো চুয়ান্ন টাকা এবং তিরিশ পয়সা) টাকা ৩০.০৮.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ এবং ৩১.০৮.২০১৫ থেকে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স স্টারশাইন নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড,** রেজিস্টার্ড অফিস রুম নং ১১০৯, ১২তম তল, ওম টাওয়ার, ৩২ চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১ (পশ্চিমবঙ্গ) এবং **ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতাগণ - (১) শ্রী বিকাশ কুমার আগরওয়ালা,** পিতা শ্রী ধনকুমার আগরওয়ালা, সাকিন পাটনা কেমিক্যাল ওয়ার্কস কম্পাউন্ড, পাটনা সিটি, পাটনা, বিহার, পিন - ৮০০০০৮, **(২) শ্রীমতি স্মিতা আগরওয়ালা,** স্বামী বিকাশ কুমার আগরওয়ালা, সাকিন পাটনা কেমিক্যাল ওয়ার্কস কম্পাউন্ড, পাটনা সিটি, পাটনা, বিহার, পিন - ৮০০০০৮, **(৩) শ্রী দীপক কুমার আগরওয়ালা,** পিতা শ্রী ধন কুমার আগরওয়াল, সাকিন 'রতন লাল বিল্ডিং, খরিদা মেন রোড, খড়গপুর, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৩০৩ **(৪) মেসার্স বালমুকুন্দ পলিপ্লাস্ট প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা),** রেজিস্টার্ড অফিস রুম নং ১১০৯, ১২তম তল, ওম টাওয়ার, ৩২ চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১ (পশ্চিমবঙ্গ) **(৫) মেসার্স গঙ্গা প্লাস্টিক প্রোডাক্টস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা),** রেজিস্টার্ড অফিস পাটনা কেমিক্যাল ওয়ার্কস কম্পাউন্ড, মোগলপুরা, পাটনা সিটি, পিন - ৮০০০০৮ (বিহার)

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা যদি কিছু থাকে সহ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
১. বসবাসের রায়তি জমি সম্পত্তি ১ একর ৭৭ ডেসিমেল সমপরিমাণ ৫৬ কাঠা ১২ ধুর ১৬ ধুরকি সমপরিমাণ ৭৭১০১.২০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা সিমলি মুরারপুর (এন এইচ এর দক্ষিণে), সার্ভে থানা-পাটনা সিটি (মালসালামি), থানা- দিদারগঞ্জ, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস - পাটনা সিটি, জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিস এবং জেলা- পাটনা (বিহার), জমাবন্দি নং -১১৬/বড়া পাঞ্জি (বর্তমান) জমাবন্দি নং -৬২৬, মেসার্স গঙ্গা প্লাস্টিক প্রোডাক্টস প্রাইভেট লিমিটেড উল্লেখ্য দলিল নং ৪৫৮ তারিখ ৩১.১২.২০১২। ক) তৌজি নং ৬৭০, খাতা নং ১০০৫, ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খেসড়া নং ১৭০৬ -এরিয়া-৮৮ ডেসিমেল। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খেসড়া নং -১৭৮০, ১৭৮১, দক্ষিণে : ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খেসড়া নং ১৭৯২, পূর্বে : ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খেসড়া নং -১৭৬১, ৭৯১। পশ্চিমে: ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খেসড়া নং ১৭০৪, ১৭০৫। খ) তৌজি নং ৬৭০, খাতা নং ১০০৫, ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খেসড়া নং ১৭৯২, এরিয়া-৮৯ ডেসিমেল। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খেসড়া নং ১৭০৬, দক্ষিণে: ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খেসড়া নং ১৭৯৩, পূর্বে : ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খেসড়া নং ১৭৯১, পশ্চিমে: ক্যাডেস্ট্রল সার্ভে খেসড়া নং -১৭০৩, ১৭০৪। **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৯.১১.২০২৩, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত।**	৬,০৬,০০,০০০.০০ টাকা	৬০,৬০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ - ১,০০,০০০.০০	
২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ৪জি পঞ্চম তলে, ব্লক ১, "শ্রীরাম নগর" হাউসিং কমপ্লেক্সে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৫১৩ বর্গফুট আনুমানিক(কমবেশি)এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং ১(এক) খোলা কার পার্কিং স্পেস ১০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা -তেঘড়িয়া, গ্রাম এবং থানা - রাজারহাট, গোপালপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৩৯৫৬-২০১০ সালের মেসার্স বালমুকুন্দ পলিপ্লাস্ট প্রা লি এর নামে। **সম্পত্তির পর্যবেক্ষণ: তারিখ : ২৯.১১.২০২৩, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা।**	৬০,০০,০০০.০০ টাকা	৬,০০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ - ১,০০,০০০.০০	

২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত ২৭.১২.২০২৩** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৫৬,৩২,৪৪,১৯৮.০২ টাকা (ছাপান্ন কোটি বত্রিশ লাখ চুয়াল্লিশ হাজার একশো আটানব্বই টাকা এবং দুই পয়সা) টাকা ১৫.০৬.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ, ব্যয়, চার্জ এবং ১৬.০৬.২০১৫ থেকে চুক্তি মোতাবেক হারে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স শ্রী বালমুকুন্দ পলিপ্লাস্ট প্রা. লি.** 'ওম টাওয়ার, ১২তম তল, রুম নং ১১০৯, ৩২ চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১ এবং **ডিরেক্টরগণ এবং জামিনদাতাগণ (ক) শ্রী অজয় কুমার আগরওয়াল,** সাকিন ৩এ, অকল্যান্ড প্লেস, ফ্ল্যাট নং ৭এ, কলকাতা - ৭০০০১৭, **খ) দীপক কুমার আগরওয়াল,** সাকিন 'রতন লাল বিল্ডিং, খরিদা মেন রোড, খড়গপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৩০৩, **গ) শ্রী ধনকুমার আগরওয়ালা,** 'রতন লাল বিল্ডিং, খরিদা মেন রোড, খড়গপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৩০৩', **ঘ) শ্রী বিকাশ কুমার আগরওয়ালা,** সাকিন পাটনা কেমিক্যাল ওয়ার্কস কম্পাউন্ড, পাটনা সিটি, পাটনা, বিহার, পিন - ৮০০০০৮ **ঙ) শ্রীমতি রুক্মিনী দেবী,** সাকিন 'রতন লাল বিল্ডিং, খরিদা মেন রোড, খড়গপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৩০৩, **চ) শ্রীমতি স্মিতা আগরওয়ালা,** স্বামী শ্রী বিকাশ কুমার আগরওয়ালা, সাকিন পাটনা কেমিক্যাল ওয়ার্কস কম্পাউন্ড, পাটনা সিটি, পাটনা, বিহার, পিন - ৮০০০০৮ **ছ) শ্রীমতি অনিতা আগরওয়ালা,** সাকিন 'রতন লাল বিল্ডিং, খরিদা মেন রোড, খড়গপুর, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭২১৩০৩' এবং **কর্পোরেট জামিনদাতাগণ (ক) মেসার্স অভিনন্দন ইন্টেরেক্সিম প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস 'ওম টাওয়ার, রুম নং ১১০৯, ১২তম তল, ৩২ চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১ **(খ) মেসার্স জোহারিলাল আগরওয়ালা সেলস প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ২য় তল, কেশোজি চেম্বারস ৩এ পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১ (পশ্চিমবঙ্গ) **(গ) বিবেক ফিনভেস্ট অ্যান্ড কনসালট্যান্ট প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ২য় তল, কেশোজি চেম্বারস ৩এ পোলোক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা যদি কিছু থাকে সহ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট বা ইউনিট নং ৭এ, ৮ম তলে,পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২১৬০ বর্গফুট সাধারণভাবে পরিচিত 'অকল্যান্ড ১০' ভবনে এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় এবং কাজের লোকের কোয়ার্টার দ্বিতীয় তলে প্রেমিসেসের পরিমাণ ৫৫ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত প্রেমিসেস নং ৩এ অকল্যান্ড প্লেস কলকাতা ১৭, থানা- শেক্সপিয়ার সরণি,কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৩ অধীন, উল্লেখ্য দলিল নং ১০৫৪৭, মেসার্স জেহারিলাল আগরওয়ালা সেলস প্রা লি এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)।** **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ : তারিখ : ১৩.১২.২০২৩, সময় : সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**	২,৮১,০০,০০০.০০ টাকা	২৮,১০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ - ১,০০,০০০.০০	
২. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট বা ইউনিট নং ৭বি, ৮ম তলে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২১৬০ বর্গফুট 'অকল্যান্ড ১০' নামে পরিচিত এগারো তলা ভবনে এবং একটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় এবং কাজের লোকের কোয়ার্টার দোতলায় প্রেমিসেসে পরিমাণ ৫৫ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ইউনিট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩এ অকল্যান্ড প্লেস কলকাতা ১৭, থানা-শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৩ অধীন, উল্লেখ্য দলিল নং ১০৫৪৭, মেসার্স জেহারিলাল আগরওয়ালা সেলস প্রা লি এর নামে। **(প্রতীকী দখলীকৃত)।** **সম্পত্তি পর্যবেক্ষণ: তারিখ : ১৩.১২.২০২৩, সময় : সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।**	২,৮৬,০০,০০০.০০ টাকা	২৮,৬০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ - ১,০০,০০০.০০	

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন https://www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং https://tenders.gov.in দেখুন।
তারিখ ঃ ২২.১১.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

নবমীতে পুজো শুরু রিষড়ায়

পার্ক সম্মিলনীর প্রতিমা।

টি.সি. মুখার্জি স্ট্রিটের জগদ্ধাত্রী ঠাকুর।

রবীন্দ্র সংঘ (তেঁতুল তলার) থিমের মণ্ডপ সজ্জায় কলা, আখ, নারকেলের ব্যবহার। ছবি: সুস্মিতা মণ্ডল

হুগলির জামগ্রাম সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো।

কাঁকসায় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে অভিনেত্রী সায়ন্তিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সোমবার সন্ধ্যায় কাঁকসার বামুনাড়া গ্রামের অগ্রণী সঙ্ঘে ক্লাবের জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বাংলা চলচিত্র জগতের অভিনেত্রী সায়ন্তিকাকে দেখতে পুজো মণ্ডপে উপচে পড়ে দর্শকের ভিড়। স্টেজে উঠে অভিনেত্রী সায়ন্তিকা মাতিয়ে তোলেন উপস্থিত দর্শকদের। দর্শকদের মধ্যে থেকে সায়ন্তিকাকে গান করার আবেদন জানানো হলে। দর্শকদের আবেদন শুনে নিজের অভিনীত বাংলা সিনেমার গান গেয়ে দর্শকদের মন জয় করেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা।

দুর্গাপুজো, কালীপুজোর পর বাঙালির একটি বড় পুজো হল জগদ্ধাত্রী পুজো। কাঁকসায় দুর্গা আর কালী পুজো একাধিক জায়গায় হলেও, গোনাগুনতি কয়েকটি মাত্র জগদ্ধাত্রী পুজো হয়। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কাঁকসার বামুনাড়া গ্রামের অগ্রণী সঙ্ঘে ক্লাবের উদ্যোগে জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন হয়ে আসছে। এবছর নবম বছরে পা দিয়েছে তাদের পুজো। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধক্ষ্য বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় সহ ক্লাবের সদস্যরা ও এলাকার বিশিষ্টজনরা। পুজোর পাশাপাশি এদিন বেশ কিছু দুঃস্থ মানুষের হাতে ক্লাবের পক্ষ থেকে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

ক্লাবের সম্পাদক সজল রায় জানিয়েছেন, ক্লাবের পক্ষ থেকে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রয়েছে অঙ্কন প্রতিযোগিতা। একদিনেই তিনদিনের পুজোর পাশাপাশি ভোগ বিলি করা হবেপ্রতি বছর বামুনাড়া ছাড়াও অন্যান্য গ্রামের থেকেও মানুষ আসেন পুজো দেখতে এবং ভোগ খেতে।

পুরুলিয়া রেল স্টেশন পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়া রেল স্টেশন পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী আশ্বিনী বৈষ্ণব। ঝটিকা সফরে পুরুলিয়া এসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রীতিমতো মুখ ভেঙিয়ে ব্যঙ্গ করলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। মঙ্গলবার রেল স্টেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'রাজ্যে রেলের উন্নয়নের জন্য কাজ করা হচ্ছে।'

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় টাটানগর থেকে রাঁচি যাওয়ার পথে পুরুলিয়া স্টেশনে নামেন রেলমন্ত্রী। প্রায় কুড়ি মিনিট এখানে থেকে আবার ট্রেনে রওনা হন তিনি। তাঁকে দেখার জন্য উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বিধায়ক ও কর্মকর্তারা। উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, বাঁকুড়ার সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার। সামান্য সময়ের জন্য বক্তব্য রাখেন রেলমন্ত্রী।

তখনই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাপক সমালোচনা করেন তিনি। মুখ ভেঙিয়ে দেখিয়ে দেন, সেসময় রেলের বরাদ্দ কতটা ছিল। আর এখন কতটা হয়েছে। তিনি দাবি করেন, সে সময় চার থেকে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ হত রাজ্যের জন্য। মোদি সরকারের সময় তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১১ হাজার কোটি টাকা। এদিন রেলমন্ত্রীর অনুষ্ঠান ঘিরে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় আচমকাই প্রতিমার পাশে জ্যান্ত সাপ

বনস্পতি দে ● পাণ্ডুয়া

জগদ্ধাত্রী পুজোর নবমী। প্যান্ডেলে লোকের ভিড়। আচমকাই প্রতিমার পাশে জ্যান্ত সাপ! হুল্লোড় পড়ে যায় প্যান্ডেলে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে। চালচিত্রে বাইছে সাপ। পাণ্ডুয়ার তৃণমূল নেতার জগদ্ধাত্রী পুজোয় জ্যান্ত সাপ। তবে এক্ষেত্রে ভয় নয়, ভক্তি তার থেকে বেশি। অলৌকিক ঘটনা বলেই মত পুজো কমিটির সদস্যদের। পাণ্ডুয়া স্টেশন বাজার জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি গত ২৩ বছর ধরে পুজো করে আসছে। মঙ্গলবার নবমী পুজোর আরতির সময় হঠাৎ দেখা মেলে সাপটির। আর তা নিয়েই হইচই পড়ে যায় পুজো মণ্ডপে। কয়েক ঘণ্টা ধরে জগদ্ধাত্রীর ওপর চালচিত্রে একইভাবে থাকে সাপটি।

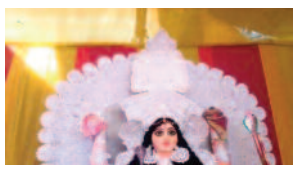

ওইভাবেই চলে আরতি। এলাকাবাসী ও পুজো কমিটির সদস্যরা মনে করেন, অলৌকিক ঘটনা। তাই পুজো কমিটির সদস্যরা সাপটিকে তাড়িয়ে দেননি। পুজো উদ্যোক্তা অসিত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এ এক অলৌকিক ঘটনা। কোনও বছর এরকম ঘটনা ঘটেনি। সবই মায়ের ইচ্ছা। সাপ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখে। তাই তাকে কোনও রকম আঘাত করা হয়নি।' প্রতিমার পাশাপাশি সেই সাপ দেখতে ভিড় করেন আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারাও। অনেককে আবার ভক্তিভরে প্রণামও করতে দেখা যায়। তাঁদেরই একজন বললেন, 'এখানে আমরা পুজো দেখতে আসি। শেষ কবে এই প্যান্ডেলে এমন ঘটনা ঘটেছে, মনে পড়ে না। কারণ এখানে হঠাৎ সাপ চলে আসার মতোও এলাকা নয়। আশপাশে সেরকম ভাবে জলা-জঙ্গলও নেই।'

আরামবাগে জগদ্ধাত্রী পুজোর কুমারী কার্নিভাল ঘিরে উন্মাদনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই চন্দননগর। চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়া আলোকসজ্জা। পুজো ঘিরে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়।

তবে হুগলি জেলার আরামবাগেও জগদ্ধাত্রী পুজো ঘিরে থাকে উৎসবের আবহ।

নবমীর সকালে আরামবাগের বিশ্বদূত ক্লাবের কুমারী কার্নিভালকে ঘিরে এলাকার মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। এই বছর এই ক্লাবের পুজো ৩৭তম বছরে পড়েছে। আট জন কুমারীকে নিয়ে কার্নিভাল হয়। ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে কুমারী কার্নিভাল শুরু হয়ে আরামবাগ শহর পরিক্রমা করে।

এই বিষয়ে বিশ্বদূত ক্লাবের সদস্য চিরঞ্জিত মাইতি বলেন, আরামবাগের বিশ্বদূত ক্লাব একটি ঐতিহ্যপূর্ণ ক্লাব। এই পুজো ৩৭ বছর পদার্পণ করেছে। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে কুমারী কার্নিভাল চলে আরামবাগ শহর জুড়ে। বাদ্যযন্ত্র সহকারে শহর পরিক্রমা করা হয়।

জয়রামবাটী মাতৃ মন্দিরে জগদ্ধাত্রী পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে শ্যামাসুন্দরী দেবী সারদা মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে জয়রামবাটিতে জগদ্ধাত্রী পুজো সূচনা করেন। ১৯২০ সালে সারদা মা শেষবারের মতো জয়রামবাটিতে জগদ্ধাত্রী পুজো করেছিলেন। পুরনো রীতি মেনে নবমীর দিনেই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিনটে পুজোই অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলবার সকাল ৫৪০ মিনিটে পুজো শুরু হয়।

শোনা যায়, জয়রামবাটীতে কালীপুজোর সময় সেই গ্রামের ব্রাহ্মণ নব মুখুজ্জে রীতি অনুযায়ী প্রত্যেক গ্রামবাসীর ঘরে মা কালীর পুজোর জন্য চাল নৈবেদ্য নিতেন। হঠাৎ সে বছর কোনও অজ্ঞাত কারণবশত নব মুখুজ্জে শ্যামাসুন্দরী দেবীর বাড়িতে চাল নৈবেদ্য নিতে অস্বীকার করেন। এই ঘটনায় সাংঘাতিক ভাবে মর্মাহত হন শ্যামাদেবী। অভাবের তাড়নায় সারাবছর গতর খাটিয়ে মা কালীর পুজোর জন্য একটু একটু করে যে নৈবেদ্যর ডালা সাজিয়ে রেখেছিলেন তিনি, তা যদি বিফলে যায় কষ্ট তো হবেই। ফলত শ্যামাদেবী অপমান-গ্লানি আর একরাশ দুঃখ নিয়ে সারারাত কষ্টে কাঁদতে থাকেন।

হঠাৎ তিনি দেখেন তাঁর পাশে এক রক্তবর্ণা দেবী এসে তাঁকে বলছেন - 'কাঁদছ কেন মেয়ে? তোমার নৈবেদ্য মা কালীর পুজোর জন্য নেয়নি তো কী হয়েছে, আমি তোমার নৈবেদ্য গ্রহণ করব।' পরবর্তীকালে স্বয়ং শ্যামাদেবী জানতে পারেন, উনি স্বয়ং দেবী জগদ্ধাত্রী এবং সেই বছর জয়রামবাটীতে শুরু হয় জগদ্ধাত্রী পুজো। পুজোতে দক্ষিণেশ্বর থেকে এসে অংশগ্রহণ করেন স্বয়ং সারদাদেবীও। এমনকি রামকৃষ্ণদেবও জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন শুনে খুশি হয়ে আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'মা আসছে, যা যা খুব মঙ্গল হবে তোদের।'

শ্যামাসুন্দরী দেবী ছিলেন একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন একরোখা এক মহিলা, নব মুখুজ্জের সেদিনের ওই চরম

অপমান তিনি সহ্য করতে পারেননি। তারপর থেকেই তিনি কালীপুজোর পর মা জগদ্ধাত্রী পুজো করেছিলেন। যা পরবর্তীতে মা সারদার হাত ধরে পূজিত হয়েছে। কথিত আছে, এই জগদ্ধাত্রী পুজোর পরই শ্যামাদেবীর সংসারে উন্নতি আসে। দারিদ্র ঘুচে যায়। সারদা দেবীও জীবনের শেষ বছর পর্যন্ত প্রত্যেকবার জয়রামবাটীতে গিয়ে পুজোর তত্ত্বাবধান করতেন। তাঁর মৃত্যুর পরও থামেনি সেই পুজো। আজও পালিত হয় মহা সমারোহে।

ব্যবসায়িক শত্রুতার অভিযোগ শুট আউটে মৃতের পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোলাঘাট: কোলাঘাট শুট আউটের ১২ ঘণ্টা পর ব্যবসায়িক শত্রুতার অভিযোগ করল শোকাস্তব্ধ মৃত ব্যক্তির পরিবার। তাদের দাবি, আগেও আক্রান্ত হয়েছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমীর। সিবিআই তদন্তের দাবি পরিবারের।

পাঁশকুড়া থানার উত্তর জিয়াদা গ্রামে সোমবার রাতে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন সমীর পড়িয়ার। তাঁর সঙ্গে একটি ব্যাগে ছিল সোনা। সঙ্গে নগদ টাকাও। অভিযোগ, মাঝ রাস্তায় কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায়। এরপরই সমীরকে লক্ষ্য করে চলে গুলি। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ী। এরপরই তাঁর সঙ্গে থাকা ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা।

দুষ্কৃতীদের দু'রাউন্ড গুলিতে সমীরের মৃত্যুর খবরে পড়িয়ার পরিবার গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর খবর শোনার পরেই কার্যত বাক্য হারিয়েছিল। ১২ ঘণ্টা পর মঙ্গলবার সমীরের মৃত্যুর কারণ নিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি করল পরিবার। পরিবারের দাবি, এর আগেও দু'বার আক্রান্ত হয়েছিলেন সমীর পড়িয়া। তাদের দাবি, লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল পাঁশকুড়া থানায়। কিন্তু তদন্তে সে ভাবে কোনও সাড়া মেলেনি।

তাদের দাবি, প্রথমবার বাড়ি থেকে লুঠের চেষ্টা করা হয়েছিল, দ্বিতীয়বার দোকান থেকে ১০ লক্ষ টাকা ভর্তি ব্যাগ লুঠ করে দুষ্কৃতীরা পালানোর সময় ডেবরা পর্যন্ত প্রায় ১৫ কিমি দুষ্কৃতীদের পেছনে ধাওয়া করেছিলেন সমীর নিজেই। সেই সময়ও তাঁকে পিস্তল দেখানো হয়েছিল। দুষ্কৃতীদের হাতে বন্দুক দেখে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন সমীর পড়িয়া। তৃতীয়বার অর্থাৎ সোমবার রাতে সোনা রুপো এবং নগদ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা লুঠ হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।

তবে ব্যক্তিগত শত্রুতা এড়িয়ে ব্যবসায়িক শত্রুতাকে সামনে তুলে ধরেছেন পরিবারের লোকজন। প্রতিনিয়ত দোকানের যাবতীয় ইনকামের টাকা-পয়সা সহ সোনাদানা দোকান থেকে বাড়িতে নিয়ে চলে আসতেন সমীর। সে ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সমীরকে ওয়াচ করত দুষ্কৃতকারীরা। তবে গতকাল সুযোগ বুঝেই সমীরকে গুলি করেছে এবং তার সমস্ত কিছু ছিনতাই করে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সঠিক তদন্তের জন্য সিবিআই তদন্তের দাবিও করছেন গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত সমীর পড়িয়ার পরিবার।

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ০৮.১২.২০২৩ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৮.১২.২০২৩

সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা, সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
১.	ঋণগ্রহীতা : **মেসার্স মাতৃ ভান্ডার, স্বত্বা : প্রয়াত মুকুন্দ হাজরা, শ্রীমতি চাপা হাজরা,** স্বামী প্রয়াত মুকুন্দ হাজরা। একটি দোকান ঘর কমবেশি এরিয়া ৪ ছটাক বা ১৮০ বর্গফুট অবস্থিত হোল্ডিং নং : ই-৬/২৬০/এ/নিউ, বেল ডাঙ্গা মেন রোড, মুচিপাড়া, কলকাতা-৭০০০৬১, মৌজা- পারুই, খতিয়ান নং -৫১৮, দাগ নং ২৯৪২/৩৫১৪, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা,থানা-বেহালা, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৪ অধীন, তৌজি নং ৩৫১, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮০, উল্লেখ্য দলিল নং ৫০৪৭-২০০৩ সালের, পৃষ্ঠা ৮৬৬ থেকে ৮৭৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৮৮, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বিশ্বনাথ ময়রা, দক্ষিণে : পিয়ার আলি মন্ডল মিত্র, পূর্বে : বেলডাঙ্গা রোড, পশ্চিমে : শ্রীমতি পার্বতি ঘোষ সমন্বিত। **সম্পত্তির মালিক শ্রী মুকুন্দ হাজরা পিতা শ্রী বেচু রাম হাজরা।**	ক) ৪,৭৩,০০০.০০ টাকা খ) ৪৭,৩০০.০০ টাকা	৫,৫৬,৮৩৪.০০ টাকা (পাঁচ লাখ ছাপান্ন হাজার আটশো চৌত্রিশ টাকা) ১৫.১১.২০১২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ তাৎক্ষণিক ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৬৭৪৭১১২৫৫ **ডাক বাড়ানোর পরিমাণ - ১০,০০০.০০ টাকা** **পর্যবেক্ষণের তারিখ - ০১.১২.২০২৩**	ক. নেই খ. স্বত্ব দখলীকৃত

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া অনুগ্রহ করে বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ২২.১১.২০২৩
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

বাঁকুড়ার শিল্পকে বাঁচাতে পুজোর থিম কাঁসা-পিতল

মান্টি বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া : শেষ শব্দ? এমন ভাবেই এবার শারদ উৎসবে তুলে ধরা হয়েছে বাঁকুড়ার কাঁসা-পিতল শিল্পকে। হারিয়ে যেতে চলেছে শিল্পীদের তপ্ত কাঁসা-পিতলের মণ্ড পিটিয়ে পাত বা সামগ্রী তৈরি করার শব্দ।

বাঁকুড়ার কাঁসা-পিতল শিল্প অতি প্রাচীন। একসময় অযোধ্যা ও কেঞ্জাকুড়ার মতো এই জেলার বিভিন্ন গ্রামে কাঁসা-পিতল শিল্পীদের ছিল দাপট। এই সব গ্রাম ছিল আর্থিক দিক থেকে অনেক উন্নত। আজ সেই দিন আর নেই। অতীতে কাঁসা-পিতলের থালা, বাটি, গ্লাস ও কলসির ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এখন সেই জায়গা দখল করেছে স্টিলের বাসনপত্র। এই সব সামগ্রীর ব্যবহার অনেকটাই পিছু হটে হয়ে দাঁড়িয়েছে বনেদি বাড়ির আভিজাত্যের প্রতীক।

যদিও সেই জায়গাটাও দখল করে নিচ্ছে চিনামাটি ও ফাইবার সামগ্রীতে। এতেই চরম সঙ্কটে পড়েছে জেলার কাঁসাপিতল শিল্পীরা। অযোধ্যার প্রায় ২০০ শিল্পী

পরিবার। শিল্পীদের দাবি, কাঁসা-পিতল সামগ্রীর ব্যবহার প্রায় সব বাড়িতে উঠে গিয়েছে। এখন শুধু বিয়ে ও মুখেভাতের মতো পারিবারিক শুভ কাজে কাঁসা-পিতল সামগ্রীর ব্যবহার সীমাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েছেন শিল্পীরা।

তাঁদের আরও দাবি, কাঁসা-পিতলের বিভিন্ন সামগ্রীর টুকরো তাঁরা আনেন। সেগুলিকে আগুনে গলিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিশ্রুত করে পিটিয়ে নতুন সামগ্রী তৈরির পাত করা হয়। এটা অত্যন্ত শ্রম ও খরচ সাপেক্ষ। একাজের জন্য প্রতি কেজি ১৫০ টাকা পারিশ্রমিক পান তাঁরা। একাজে তাঁদের খরচ হয় ১২০ টাকার মতো। অন্যদিকে এক-একটি শিল্পী বা কর্মকার পরিবার মাসে মহাজনদের কাছ থেকে ২ থেকে ৩ কুইন্ট্যাল পুরাতন কাঁসা-পিতল সামগ্রী ভাঙা বা টুকরো পাওয়া যেত।

বর্তমানে গড়ে ৫০ - ৬০ কেজি মাল মহাজনদের কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এতে মাসের অধিকাংশ সময় তাঁদের কর্মহীন হয়ে বসে থাকতে হচ্ছে। তাই নতুন করে কেউ এই পেশায় আসছেন না। উলটে অনেকেই এই পেশা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এই শিল্প ঘিরে অনেকে বিকল্প আয়ে যুক্ত রয়েছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনেকে পুরাতন ভাঙা কাঁসা-পিতলের সামগ্রী সংগ্রহ করে মহাজন বা শিল্পীদের কাছে সরবরাহ করতেন। এখন সেই পেশাও হারিয়ে গিয়েছে কাঁসা-পিতল সামগ্রীর ব্যবহার কমে যাওয়ায়।

প্রকৃতপক্ষে এই শিল্প মরতে বসেছে। এই শিল্পের কাঁসা-পিতল পেটানোর শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। শেষ শব্দ আশঙ্কায় রয়েছে শিল্পীরা। ঢাকুরিয়া সর্বজনীন বাঁকুড়ার কাঁসা-পিতল শিল্পীদের এই করুণ অবস্থার কথা তুলে ধরেছিল তাদের পূজার থিম হিসাবে। তাদের বক্তব্য, উদ্দেশ্য ছিল এই শিল্প ও শিল্পীদের বাঁচাতে জনমত গঠন করা। সরকার যেন এই শিল্প বাঁচাতে উদ্যোগী হয়। বাঁকুড়ার ৪০- ৫০ হাজার শিল্পীর জীবিকা রক্ষা পাবে। তাঁরা কাঁসা-পিতল শিল্পের শেষ শব্দ শুনতে চান না।

দূষণ নিয়ে দিল্লি এবং পঞ্জাব সরকারকে কটাক্ষ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: দূষণে ধুঁকছে দিল্লি। সেই নিয়ে একের পর এক মামলা শুনছে সুপ্রিম কোর্ট। এই পরিস্থিতিতে আরও একবার দিল্লি এবং পঞ্জাব সরকারকে কড়া কথা শোনাল সুপ্রিম কোর্ট। জানাল, কৃষকদের দোষ দেওয়ার পরিবর্তে তাঁদের সাহায্য করা উচিত। দিল্লি-মিরাট রিজিওনাল র‍্যাপিড ট্রান্সপোর্ট নিয়েও শীর্ষ আদালত কটাক্ষ করেছে দিল্লি সরকারকে।

মঙ্গলবার বিচারপতি এস ধুলিয়া এবং বিচারপতি এসকে কৌলের বেঞ্চ রীতিমতো ধমক দিয়েছে পঞ্জাব এবং দিল্লিকে, যেখানে ক্ষমতায় রয়েছে আম আদমি পার্টি (আপ)। এই দুই রাজ্যে ফসলের গোড়া পোড়ানোর কারণে দিল্লিতে বেড়েছে দূষণ। বন্ধ রাখা হয়েছিল স্কুল, কলেজ, দপ্তর। এই প্রসঙ্গে বেঞ্চ বলেছে, 'ছ'বছরে এটাই সব থেকে দূষিত নভেম্বর। সমস্যাটা পরিচিত এবং এটা নিয়ন্ত্রণ করা আপনাদের কাজ।' এর পরেই কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বেঞ্চ বলে, 'ফসল পোড়ানো নিয়ে কৃষকদের ভিলেন করা হচ্ছে। তাঁদের কথাও শোনা হচ্ছে না। ফসল পোড়ানোর জন্য নিশ্চয়ই কোনও কারণ রয়েছে।' এই শুনানিতে কৃষকদের অভিযুক্ত করা হলেও তাঁদের পক্ষে কেউ সওয়াল করছেন না। এই বিষয়টিও তুলে ধরেছে সুপ্রিম কোর্ট। তাদের পরামর্শ, হরিয়ানায় যেমন ফসল পোড়ানো বন্ধ করার জন্য কৃষকদের অনুদান (ইনসেনটিভ) দেওয়া হচ্ছে, তেমন দিল্লি এবং পঞ্জাবেও দেওয়া হোক। গরিব কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির খরচও রাজ্য সরকারেরই বহন করা উচিত বলে পঞ্জাব সরকারকে জানিয়েছে কোর্ট।

দিল্লি-মিরাট রিজিওনাল র‍্যাপিড ট্রান্সপোর্ট (আরআরটিএস)-এ অনুদান দিতে দেরি করার জন্য মঙ্গলবার দিল্লি সরকারকে ফের একহাত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বেঞ্চ বলে, 'আপনারা আমাদের নির্দেশ মানেননি। আমাদের অন্য কোনও উপায় নেই। যা বলবেন, সব মেনে নেব ভাববেন না।' এর আগে জুলাইয়ে দিল্লি সরকারকে একই কারণে ধমক দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। দিল্লি-মিরাট রিজিওনাল র‍্যাপিড ট্রান্সপোর্ট তৈরি হলে দিল্লির সঙ্গে আশপাশের রাজ্যের সংযোগ বৃদ্ধি পাবে। যদিও দিল্লি সরকার জানিয়েছিল, এই জন্য প্রয়োজনীয় ৪১৫ কোটি টাকা তারা দিতে পারবে না। তার পরেই আগের তিন বছরে বিজ্ঞাপনে কত খরচ করেছে কেজরিওয়াল সরকার, তা জানতে চেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। হুঁশিয়ারি দেয়, দিল্লি সরকার পরিবহণের জন্য এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা দিতে না পারলে বিজ্ঞাপনে বরাদ্দ থেকে টাকা কেটে নেওয়া হবে। এ বার সেই কথাই ফের মনে করিয়ে দিল শীর্ষ আদালত।

জামিন পেয়েই ধর্ষিতাকে কুপিয়ে খুন করল ধর্ষক ও তার ভাই!

লখনউ, ২১ নভেম্বর: উত্তরপ্রদেশের ব্যস্ত রাস্তায় ধর্ষিতাকে তাড়া করে কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল ধর্ষক এবং তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে রাজ্যের কৌশাম্বিতে। পথচারীরা অসহায়ের মতো সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখলেন। খুনের পর অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল ছেড়ে পালিয়ে যায়। পথচারীরাই পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা হলেন পবন এবং অশোক নিশাদ। সম্পর্কে তাঁরা দুই ভাই। দু'জনের বিরুদ্ধেই একাধিক মামলা রয়েছে। বছর তিনেক আগে তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল পবনের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছিল তরুণীর পরিবার। অভিযোগ, তার পর থেকেই তরুণী এবং তাঁর পরিবারকে নানারকম ভাবে উত্যক্ত করছিলেন পবন এবং সঙ্গীরা। শুধু তাই-ই নয়, মামলাটি তুলে নেওয়ার জন্য তাঁদের উপর নানা ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল বলেও অভিযোগ।

পবনের ভাই অশোক অন্য একটি খুনের মামলায় জেলে ছিলেন। দিন দুয়েক আগে জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। পবনও সম্প্রতি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়েই তরুণীর বাড়িতে যান দুই ভাই। সেখানে গিয়ে শাসিয়ে আসেন। ধর্ষণের মামলা না তুললে পরিণতি ভাল হবে না বলেও হুমকি দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। কিন্তু মামলা তোলা হবে না বলে জানিয়ে দেন তরুণী এবং তাঁর পরিবার।

পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গ্রামের মাঠে গোরু চরাতে গিয়েছিলেন তরুণী। সেখান থেকে বাড়িতে ফেরার সময় তাঁর পথ আটকে দাঁড়ান পবন এবং অশোক। বিপদ বুঝে তরুণী পালানোর চেষ্টা করতেই তাঁকে তাড়া করেন দুই ভাই। তার পর প্রকাশ্য রাস্তায় কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করেন। এক তরুণীকে কুপিয়ে খুন করা হচ্ছে, বাঁচানোর জন্য আর্তচিৎকার করছেন, কিন্তু তাঁকে হামলাকারীদের হাত থেকে বাঁচানোর সাহস কেউ দেখাননি বলে জানিয়েছে পুলিশ। দুই অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

'অপয়া' মোদির কারণেই হারতে হয়েছে ভারতকে!

নাম না করে আক্রমণ রাহুলের

জয়পুর, ২১ নভেম্বর: বিশ্বকাপ ফাইনালে টিম ইন্ডিয়ার অপ্রত্যাশিত হারের যন্ত্রণা এখনও ভুলতে পারেননি ক্রিকেটপ্রেমীরা। অথচ এর মধ্যেই রাজনীতির শুরু করে দিয়েছে বিরোধী শিবির। শিবসেনা, কংগ্রেসের তরফে ছোটখাট খোঁচা দেওয়া শুরু হলেও এবার আক্রমণের ময়দানে নামলেন খোদ রাহুল গান্ধিই। বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের হারের কারণ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকেই দায়ী করে বসলেন তিনি। বললেন, 'অপয়া' নরেন্দ্র মোদির কারণেই নাকি ভারতকে হারতে হয়েছে!

রাহুল অবশ্য প্রথম নন। এর আগে তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্র কটাক্ষ করেছেন মোদিকে। প্রধানমন্ত্রীকে বিঁধেছেন শিবসেনার উদ্ধব শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। কংগ্রেস নেতা মাণিকম ঠাকুরও মনে করিয়ে দিয়েছেন, কংগ্রেস জমানায় যেখানে ভারত জোড়া বিশ্বকাপ এবং একটি টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছে, সেখানে মোদির ১০ বছরের শাসনকালে একটি আইসিসি ট্রফিও টিম ইন্ডিয়া ঝুলিতে আসেনি। কিন্তু এরা কেউই সরাসরি মোদিকে 'অপয়া' বলে দাগেননি।

মঙ্গলবার রাজস্থানের জালোরে এক জনসভায় রাহুল মজার ছলে বলে বসেন, 'আমাদের ছেলেরা ভালোই খেলছিল। বিশ্বকাপও জিতে যেত। কিন্তু ওই 'অপয়া' সব নষ্ট শেষ দিল।' নিজের ভাষণে মোদির নাম নেননি প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। কিন্তু তাঁর নিশানা যে মোদিই, সেটা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের ফাইনাল দেখতে রবিবার আমদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফাইনালে ভারতের অপ্রত্যাশিত হারের পর তিনি ক্রিকেটারদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিয়েছে। এমনকী হারের গ্লানিতে বিধ্বস্ত রোহিত-বিরাটদের সান্ত্বনা দিতে ভারতীয় দলের ড্রেসিংরুমেও গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এসব সত্ত্বেও শেষমেশ তাঁকেই 'অপয়া' বলে বসলেন রাহুল!

ইজরায়েলি তরুণীর প্রাণভিক্ষা উপেক্ষা করেই হামাসের গুলি!

তেল আভিভ, ২১ নভেম্বর: গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের হামলা করেছিল হামাস। এর পর থেকেই শুরু হয়েছে ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ। এবার তেল আভিভের তরফে পেশ করা হল একটি ভিডিও। দাবি, এটা গত মাসের ৭ তারিখেরই ভিডিও। ফুটেজে দেখা গিয়েছে কীভাবে মিউজিক ফেস্টিভ্যালে আসা ইজরায়েলিদের হত্যা করছে হামাসের বন্দুকবাজরা!

প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে ভয়ংকর হামলা চালায় প্যালেস্তাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। তারপর সাধারণ মানুষদের উপর তাদের নির্মম অত্যাচারের ছবি দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে গোটা বিশ্ব। এবার সামনে এল আরও একটি ভয়ংকর ভিডিও।

ইজরায়েলের বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে সম্পর্কিত এক অ্যাকাউন্ট থেকে সোশাল মিডিয়ায় ভিডিওটি শেয়ার করা হয়েছে। ক্যাপশনে লেখা হয়েছে, 'এটা শুভ ও অশুভর মধ্যে লড়াই।' ভিডিওয় দেখা গিয়েছে কীভাবে ফেস্টিভ্যালে আসা দর্শকদের ধরে ধরে খুন করছে হামাসের বন্দুকবাজরা। কাউকে তাঁর গাড়িতে বসে থাকা অবস্থাতেই গুলি করা হচ্ছে। আবার যাঁরা পালাচ্ছেন তাঁদের তাড়া করে মেরে ফেলা হচ্ছে।

রুদ্ধশ্বাস ভিডিওটির সবচেয়ে ভয়ংকর ও নির্মম মুহূর্ত তৈরি হয় একেবারে শেষে। সেখানে এক তরুণীকে দেখা যাচ্ছে বারবার প্রাণভিক্ষা করতে। কিন্তু কোনও আকুতিতে না টলে হামাস বন্দুকবাজ গুলি চালান। এর পরই মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখা যায় ওই তরুণীকে। ভিডিওটিকে কোনও শব্দ নেই। কিন্তু তরুণীকে ঘিরে তৈরি হওয়া ধুলোর মেঘ থেকে তাঁর পরিণতি আন্দাজ করে নিতে অসুবিধা হয় না।

বিরাট সাফল্য ভারতীয় নৌসেনার

কপ্টার থেকে ছোড়া হল জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: আত্মনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে ক্রমেই বিদেশি অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করে দেশিয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে চাইছে ভারতীয় নৌসেনা। আর সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে, মঙ্গলবার এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক অতিক্রম করল নৌসেনা। এদিন, প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা বা ডিআরডিও-র সহযোগিতায়, একটি সিকিং ৪২বি হেলিকপ্টার থেকে প্রথমবার ছোড়া হল, দেশিয় প্রযুক্তিতে তৈরি জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র। নৌসেনা জানিয়েছে, এদিন ছিল ক্ষেপণাস্ত্রটির গাইডেড ফ্লাইট ট্রায়াল। আর সেই ট্রায়ালে পূর্ণ সাফল্য এসেছে। এই সাফল্য, ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তিতে তাদের স্বনির্ভরতা অর্জনের দিকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে জানিয়েছে নৌসেনা।

ডিআরডিও-র পক্ষ থেকেই তৈরি করা হয়েছে এই এনএএসএম-এসআর বা নাভাল অ্যান্টি-শিপ মিসাইল-শর্ট রেঞ্জ। হেলিকপ্টার থেকেই এই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা যায় জাহাজ লক্ষ্য করে। দীর্ঘদিন ধরেই আকাশপথে জাহাজে হামলা চালানোর মত, দেশিয় প্রযুক্তিতে তৈরি ক্রিজ মিসাইলের অপেক্ষায় ছিল নৌসেনা। এদিনের সফল পরীক্ষার পর, নৌসেনার সেই চাহিদা মিটল বলে মনে করছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। এনএএসএম-এসআর মিসাইলের পাল্লা ৫৫ কিলোমিটার। অর্থাৎ, ৫৫ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত আঘাত করতে পারে। গতি মাক ০.৮, অর্থাৎ, আলোর গতিবেগের ০.৮ গুণ বেশি।

প্রয়াত শংকর নেত্রালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর: প্রয়াত শংকর নেত্রালয়ের প্রতিষ্ঠাতা তথা বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এসএস বদ্রীনাথ। মঙ্গলবার ভোরে চেন্নাইয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বিশিষ্ট চিকিৎসকের মৃত্যুতে এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সেঙ্গামেদু শ্রীনিবাস বদ্রীনাথের চেন্নাইতে জন্ম। সময়টা ১৯৪০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। কৈশোরেই মা-বাবাকে হারান। বাবার ইনস্যুরেন্সের টাকায় পড়াশোনা করেন। মাইলাপোরের পিএস হাইস্কুলের পর চেন্নাইয়ের রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। তার পর মাদ্রাজের লয়োলা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারি পড়েন। মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেন তিনি। গ্রাসল্যান্ডস হসপিটাল এবং ব্রুকলিন আই অ্যান্ড ইয়ার ইনফরমারি থেকে স্নাতকোত্তর পাশ। দরিদ্রদের কথা ভেবে ১৯৭৮ সালে শংকর নেত্রালয়ের প্রতিষ্ঠা। তাঁর প্রতিষ্ঠানে চক্ষু চিকিৎসা করে সুস্থ হয়েছেন বহু মানুষ।

দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন থাকার পর মঙ্গলবার জীবনযুদ্ধ শেষ হল সেই বিশিষ্ট চিকিৎসকের। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ মোদি থেকে মমতা সকলেই। এক্স হ্যান্ডলে শোকপ্রকাশ করেছেন তাঁরা। মোদি লেখেন, 'চিকিৎসক এস এস বদ্রীনাথের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ। চক্ষু চিকিৎসাক্ষেত্রে তিনি ছাপ রেখে গিয়েছেন। তাঁর অবদান পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। স্বজনহারা পরিবারের প্রতি সমবেদনা। ওম শান্তি।'

রুশ সেনাকে খতম করে বিশ্বরেকর্ড করল ইউক্রেনীয় স্নাইপার

কিয়েভ, ২১ নভেম্বর: এক গুলিতেই খতম প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরের রুশ সেনা! যুদ্ধের ময়দানে এমনই ভেলকি নাকি দেখিয়েছেন ইউক্রেনীয় ফৌজের এক স্নাইপার। দাবি করা হচ্ছে, দূরত্বের নিরিখে এটা বিশ্বরেকর্ড।

নিউজউইক সূত্রে খবর, ৩.৮ কিলোমিটার দূরে থাকা রাশিয়ার জওয়ানকে নিকেশ করেছে এক ইউক্রেনীয় স্নাইপার। ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থা সিকিউরিটি সার্ভিস অফ ইউক্রেন শনিবার দাবি করেছে, এই কৃতিত্ব তাদের। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাইপাররা অনেক দূর থেকেই কীভাবে শত্রুকে ঘায়েল করতে পারে সেটাই স্পষ্ট। দাবি করা হয়েছে, প্রায় ২৬০ মিটারের ব্যবধানে আগের নজির ভেঙে দিয়েছেন ওই এসবিইউ স্নাইপার।

এর আগে ২০১৭ সালে ইরাকে কানাডার এক বিশেষ বাহিনী স্নাইপার শটের রেকর্ড তৈরি করেছিল। প্রায় সাড়ে ৩.৫৪ কিলোমিটার দূরের নিশানা ভেদ করেছিলেন ওই স্নাইপার। এবার কিয়েভের স্নাইপারের ছোঁড়া গুলি প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে লক্ষ্যভেদ করেছে। এসবিইউ জানিয়েছে, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রাইফেলেই বাজিমাত করেছেন ওই শার্পশুটার। রাইফেলটির নাম 'দ্য লর্ড অফ দ্য হরাইজন'।

এদিকে, ইউক্রেনীয় স্নাইপারের 'কীর্তি'র একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, কীভাবে অবিশ্বাস্য দূরত্ব থেকে ওই জওয়ান তাঁর লক্ষ্যে আঘাত হেনেছেন।

উল্লেখ্য, গত মাস দুয়েক ধরে কিয়েভে রুশ হামলা কিছুটা কম ছিল। কিন্তু গত কয়েকদিনে ফের বেড়েছে হামলার দাপট। মাঝেমধ্যেই আছড়ে পড়ছে রুশ মিসাইল। পাশাপাশি, ইউক্রেনের সীমান্তবর্তী এলাকায় ড্রোন হামলাও করা হচ্ছে। কিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকার পর কেন নতুন করে ইউক্রেনের রাজধানী ও সংলগ্ন এলাকায় এভাবে হামলা বাড়ানো শুরু হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইউক্রেনের সমর বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, শীতে জেলেনস্কি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে নতুন করে বড়সড় হামলা চালাবে রাশিয়া।

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.-01/15th CFC/DEBGP/2023-24, Memo No-274/ EN/(3)/DGP, Date-10-11-2023
Sl. No. Particulars, Date & Time-
1) Date of Publishing of NIT Documents (online)- **17/11/2023 from 12.00 Hrs.**
2) Documents Download /Sell Start Date (online)- **17/11/2023 from 12.00 Hrs.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **17/11/2023 from 12.00 Hrs.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial (online) & last date of submission of EMD (online).- **25/11/2023 upto 14.00 Hrs.**
6) Bid opening date & time for Technical bid (online)- **29/11/2023 at 12.00 Hrs.**
* All time Fixed as per online sever time.
Sd/-, Prodhan
Debipur Gram Panchayat, Murshidabd

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.-02/15th CFC/DEBGP/2023-24, Memo No-275/ EN/(5)/DGP, Date-10-11-2023
Sl. No. Particulars, Date & Time-
1) Date of Publishing of NIT Documents (online)- **17/11/2023 from 12.00 Hrs.**
2) Documents Download /Sell Start Date (online)- **17/11/2023 from 12.00 Hrs.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **17/11/2023 from 12.00 Hrs.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial (online) & last date of submission of EMD (online).- **25/11/2023 upto 14.00 Hrs.**
6) Bid opening date & time for Technical bid (online)- **29/11/2023 at 12.00 Hrs.**
* All time Fixed as per online sever time.
Sd/-, Prodhan
Debipur Gram Panchayat, Murshidabd

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the Paratal-1 Gram Panchayat
Mohindar, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
Prodhan, Paratal-1 Gram Panchayat invited e-NIT vide **e-NIT No.: 10/15th CFC/Tied/2023-24, Date: 21.11.2023** from intending bonafied resourceful contractor. Last Date of Bid Submission: **29.11.2023 at 11:00 AM.** Bid Opening Date: **01.12.2023 at 11:00 AM.** All other information available at **https://wbtenders.gov.in** with **e-Tender ID No.: 2023_ZPHD_606074_1, 2.**
Sd/-
Prodhan
Paratal-I Gram Panchayat

Office of the DEBIPUR GRAM PANCHAYAT
Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender No.-03/15th CFC/DEBGP/2023-24, Memo No-276/ EN/(5)/DGP, Date-10-11-2023
Sl. No. Particulars, Date & Time-
1) Date of Publishing of NIT Documents (online)- **17/11/2023 from 12.00 Hrs.**
2) Documents Download /Sell Start Date (online)- **17/11/2023 from 12.00 Hrs.**
3) Date of Start of Submission of Technical & Financial Bid- **17/11/2023 from 12.00 Hrs.**
4) Date of closing of submission of Technical Bid & Financial (online) & last date of submission of EMD (online).- **25/11/2023 upto 14.00 Hrs.**
6) Bid opening date & time for Technical bid (online)- **29/11/2023 at 12.00 Hrs.**
* All time Fixed as per online sever time.
Sd/-, Prodhan
Debipur Gram Panchayat, Murshidabd

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন (+৯১-৩৩) ২৬৩৮ ৩২১১-১৩ ফ্যাক্স (+৯১-৩৩) ২৬৪১ ২৬১৩
আই.টি. ডিপার্টমেন্ট
No. 048/IT/EE/23-24 তারিখ : ১৭.১১.২০২৩
টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
ক্লাউড সার্ভার মাধ্যমে চালু প্রকল্প পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতকরণ ''পুরবিক্ষণ'' এবং বার্ষিক সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশদ অবগত হওয়া যাবে সরাসরি ওয়েবসাইট : **https://wbtenders.gov.in** থেকে। টেন্ডার দাখিল করতে হবে ০১.১২.২০২৩ তারিখ বিকেল ৫ টার মধ্যে। দফাগুলির বিস্তারিত পাওয়া যাবে এইচএমসি -এর ওয়েবসাইট : **www.myhmc.in** থেকে। পৌর সংস্থা কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।
১৯৬ (২)/২৩-২৪
২১.১১.২৩
ওএসডি (আইটি)
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

BIRNAGAR MUNICIPALITY
e-Quotation Notice
Name of Work:- Supply and delivery of Submersible Pump with motor within Birnagar Municipality.

Sl. No.	NIT No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1.	WBMAD/BM/13q/2023-24 (2nd Call) Memo. No.: 446/PWD Dated: 18.11.2023	21.11.2023 at 03.00PM	29.11.2023 at 12.00 PM

For details please visit **www.wbtenders.gov.in** and **www.birnagarmunicipality.org**
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-59 (Sl. No. 2) & N-60/2023-24 (Sl. No. 1)
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to 28.11.2023 in place of 18.11.2023 for (1) Tender ID No. 2023_ADDA_596688_1; Tender ID No. 2023_ADDA_601221_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT-89 (2nd Call), 143 to 149/23-24 Dated. 21-11-2023
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Supply, Civil & Electrical works at Head Office, Purba Medinipur, Jalpaiguri, Burdwan, Malda and Alipurduar District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **22-11-2023 after 9.00 am.** Bid submission end date- **30-11-2023 & 08-12-2023 before 3.00 pm** as per NIeT.
Dater: 21.11.2023 **Sd/- Executive Engiueer**

খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) আউটলেট চুক্তির ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি এবং খড়গপুর ডিভিসনে এসি পেইড লাউঞ্জ ও এসি ওয়েটিং হল (মহিলা ও সাধারণ)-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নম্বর : সিওএম/জি.১৮/এনএফআর/পিএমবিজেকে/কেজিপি/২৩/১, তারিখ : ১৭.১১.২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ৩ (তিন) বছর সময়কালের জন্য **খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) আউটলেট** চুক্তির উদ্দেশ্যে ই-অকশন আহ্বান করছেন যা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট : http://www.ireps.gov.in-এর ই-অকশন লিজিং মডিউলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। **ক্যাটিগরি** : পিএমবিজেকে। **অকশন ক্যাটালগ নম্বর: পিএমবিজেকে-কেজিপি-২৩-২। অকশনের তারিখ:** ৪.১২.২০২৩। **অকশন শুরুর সময়:** বেলা ২টা। **অকশন বন্ধের সময়:** বেলা ২.৩০ মিনিট। রেলওয়ে স্টেশনসমূহে আগত যাত্রীবর্গের সুস্থতা ও কল্যাণকল্পে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনৌষধি কেন্দ্র (পিএমবিজেকে) আউটলেট স্থাপনের জন্য রেল মন্ত্রক কমার্শিয়াল সার্কুলার ১২ অফ ২০২৩ জারি করেছে। খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনে পিএমবিজেকে স্থাপনের লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ : **(ক)** গুণমানসম্পন্ন ওষুধ ও ভোগ্যপণ্য (জনৌষধি সামগ্রী) ন্যায্য মূল্যে সকলের কাছে সুলভ করে তোলার জন্য ভারত সরকারের যে অভিযান, তার প্রসার। **(খ)** রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রী/আগন্তুকরা যাতে সহজেই জনৌষধি সামগ্রী পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা **(গ)** ন্যায্য মূল্যে ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সুস্থতা ও কল্যাণের প্রসার। **(ঘ)** কর্মসংস্থান তৈরি এবং পিএমবিজেকে খোলার ক্ষেত্রে উদ্যোগীদের জন্য পথ সুগম করা। **পিএমবিজেকে-এর ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড :** পিএমবিজেকে-এর সম্ভাব্য বিডারদেরকে পিএমবিজেকে পরিচালনার জন্য ভারত সরকার নির্দেশিত যোগ্যতামান অবশ্যই পূরণ করতে হবে, যা নিম্নরূপ : ব্যক্তিগত আবেদনকারীদের অবশ্যই **ডি.ফার্মা/বি.ফার্মা** ডিগ্রি থাকতে হবে, বা তাদেরকে **ডি.ফার্মা/বি.ফার্মা** ডিগ্রিধারী কাউকে নিয়োগ করতে হবে এবং সেটি ই-অকশন মডিউলে আপলোড করতে হবে। বা কোনও সংস্থা, এনজিও যারা জনৌষধি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করছেন তাদেরকে **ডি.ফার্মা/বি.ফার্মা** ডিগ্রিধারী কাউকে নিয়োগ করতে হবে এবং সেটি ই-অকশন মডিউলে আপলোড করতে হবে। আগ্রহী অংশগ্রহণকারী/সম্ভাব্য বিডারগণকে এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং (১) অবস্থান (২) চুক্তির বিশেষ শর্ত (৩) আনুষঙ্গিক পলিসিসমূহ (৪) কাজের সুযোগ (৫) পিএমবিআই নির্দেশিকা (৬) ই-অকশনের সময় বিডারদেরকে এফিডেভিট আপলোড করতে হবে, (৭) পিএমবিজেকে পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান (৮) মডেল দ্বিপাক্ষিক চুক্তি (সফল বিডারদেরকে পিএমবিআই-এর সঙ্গে যা স্বাক্ষর করতে হবে) (৯) অন্যান্য ই-অকশন পদ্ধতি এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত জানতে উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইট দেখতে হবে। আরও প্রশ্ন থাকলে/ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকলে অফিস চলাকালীন অনুগ্রহ করে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, খড়গপুর-৭২১৩০১ -এর অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন বা মোবাইল নম্বর : 7595074716/ 9002081931-এ যোগাযোগ করতে পারেন (চিফ কমার্শিয়াল ইন্সপেক্টর/সিনিয়র ডিসিএম অফিস)।

ই-অকশন নোটিস নম্বর : সিওএম/জি.১৮/এনএফআর/এসি পেইড লাউঞ্জ-ডব্লুএইচ/২৩/৪, তারিখ : ১৭.১১.২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে **৩ (তিন) বছর সময়কালের জন্য এসওআরও, কেজিপি, বিএলএস-এ এসি পেইড লাউঞ্জ (মহিলা ও সাধারণ) এবং কেজিপি, এইচআইজে রেলওয়ে স্টেশনে এসি ওয়েটিং হল (মহিলা ও সাধারণ)** -এর জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন যা http://www.ireps.gov.in-এ বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে। **ক্যাটিগরি** : পে অ্যান্ড ইউজ। **ক্যাটিগরি নম্বর : পিএনইউ-কেজিপি-এমএসএস-২৩। অকশনের তারিখ** : ৫.১২.২০২৩। **অকশন শুরুর সময়** : বেলা ১২টা। **অকশন শেষের সময়** : বেলা ১.১০ মিনিট। আগ্রহী পক্ষ এবং ঠিকাদারগণকে এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং ট্রেনের বিস্তারিত ও ই-অকশন নোটিস বিষয়ক তথ্যাদির জন্য উপরে উল্লিখিত ওয়েবসাইট দেখতে হবে। অংশগ্রহণের জন্য/ব্যাখ্যার প্রয়োজন যদি কিছু থাকে, নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

(PR-836) **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

‘পুরো দেশ তোমাদের নিয়ে গর্বিত’
রোহিত-কোহলিদের ড্রেসিংরুমে মোদি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের শুরু থেকে দুর্দম্য গতিতে এগিয়ে চলা ভারত শেষ বাধাটা পেরোতে পারেনি। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ফাইনালে গত পরশু অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৬ উইকেটে হেরে নিজেদের ইতিহাসে তৃতীয় বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে।

টানা ১০ ম্যাচ জিতে ফাইনালে ওঠা ভারতের খেলোয়াড়েরা শেষ বাধা পেরোতে না পারার হতাশায় মাঠেই মুষড়ে পড়েছিলেন। পেসার মোহাম্মদ সিরাজ তো মাঠে বসেই কেঁদেছেন। অধিনায়ক রোহিত শর্মার চোখও ছলছল করছিল। বিরাট কোহলির মুখে ছিল রাজ্যের অন্ধকার। কেউ কেউ নাকি ম্যাচ শেষে ড্রেসিংরুমে গিয়েও কেঁদেছেন।

হতাশ ও ভাঙা হৃদয়ের ভারতীয় খেলোয়াড়দের সান্ত্বনা দিতে ড্রেসিংরুমে ছুটে গিয়েছিলেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে রোহিত-কোহলিদের তিনি কী বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন, সেই ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।

ভিডিওতে দেখা যায়, মোদি রোহিত ও কোহলির মাঝে দাঁড়িয়ে সান্ত্বনাসূচক কথা বলছেন। তাঁর কথাগুলো ছিল এ রকম, ‘তোমরা টানা ১০টি ম্যাচ জিতেছ। এই একটা ম্যাচ তোমরা হারতেই পারো, এটা স্বাভাবিক। এমনটা হয়ই। দয়া করে তোমরা হাসো, পুরো দেশ তোমাদের দেখছে। আমি ভাবলাম যে আমার তোমাদের সঙ্গে দেখা করা উচিত।’

মোদি এরপর তাঁর গুজরাটের ছেলে রবীন্দ্র জাদেজার উদ্দেশে বলেন, ‘এই যে ছেলে...।’ এরপর দুজনে গুজরাটি ভাষায় কিছুক্ষণ কথা বলেন। মোদি এ সময় আহমেদাবাদের ছেলে যশপ্রীত বুমরার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তুমি কি গুজরাটি বলতে পারো?’ বুমরা উত্তর দেন, ‘কিছুটা।’ মোহাম্মদ শামিরও প্রশংসা করেন মোদি। এ সময় শামি কান্নায় ভেঙে পড়লে মোদি তাঁকে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথা শেষ করেন এই বলে, ‘তোমরা সবাই সত্যিকার অর্থেই কঠিন পরিশ্রম করেছ এবং অসাধারণ খেলেছ। একত্র থাকো এবং একে অন্যকে অনুপ্রেরণা দাও। আর তোমরা যখনই সময় পাবে, দিল্লিতে এলে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমাদের সবার নিমন্ত্রণ রইল।’

ভারতের ড্রেসিংরুমে রোহিত-কোহলিদের সঙ্গে কাটানো এ সময়ের ভিডিও পরে মোদি নিজেই তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে পোস্ট করেছেন।

অন্য রকম এক রেকর্ড গড়ল ভারত বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারের বিশ্বকাপ তো আর রেকর্ড কম দেখেনি!

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত বিশ্বকাপ ছক্কা দেখেছে ৬৪৪টি, যা ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। পেছনে পড়েছে ২০১৫ বিশ্বকাপের ৪৬৩ ছক্কার রেকর্ড। সবচেয়ে বেশি শতকের রেকর্ডও হয়েছে এই বিশ্বকাপে; ৪০টি। পেছনে পড়েছে ২০১৫ বিশ্বকাপ (৩৮)।

এমনকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম টাইমড আউটও দেখা গেছে এই ভারত বিশ্বকাপে, এভাবে আউট হয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, বাংলাদেশের বিপক্ষে। এবার মাঠের বাইরে এক রেকর্ড গড়ল ভারতে সদ্য সমাপ্ত এই বিশ্বকাপ।

বিশ্বকাপ ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মানুষ মাঠে বসে খেলা দেখেছে এই বিশ্বকাপে। ছাড়িয়ে গেছে ২০১৫ সালের অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ। শুধু বিশ্বকাপ নয়, আইসিসি আয়োজিত টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি মানুষ মাঠে বসে খেলা দেখেছে এবারই।

আইসিসি জানিয়েছে, ভারত বিশ্বকাপে গ্যালারিতে বসে খেলা দেখেছে ১২ লাখ ৫০ হাজার ৩০৭ জন দর্শক। যেকোনো আইসিসি ইভেন্টে যেটা সর্বোচ্চ। ছাড়িয়ে গেছে ২০১৫ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে হওয়া সেই বিশ্বকাপ মাঠে বসে দেখেছিল ১০ লাখ ১৬ হাজার ৪২০ জন দর্শক। ইংল্যান্ডে হওয়া ২০১৯ বিশ্বকাপ গ্যালারিতে দর্শক ছিল ৭ লাখ ৫২ হাজার, যেটা তৃতীয় সর্বোচ্চ।

এবারের বিশ্বকাপে দর্শক নিয়ে শুরু থেকেই আলোচনা ছিল। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড ম্যাচে আহমেদাবাদের গ্যালারি ভর্তি না থাকায় অনেক কথা হয়েছে। যদিও ভারতীয়রা দাবি করেছিল, সেদিনও মাঠে ছিল ৪০ হাজারের মতো দর্শক।

পুরো বিশ্বকাপেই অবশ্য ভারতের খেলা ছাড়া খুব কম ম্যাচেই গ্যালারিভর্তি দর্শক দেখা গেছে। আহমেদাবাদে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে মাঠে সেদিন উপস্থিত ছিল প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার দর্শক।

আর ফাইনালে ভারত, অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে নাকি দর্শক ছিল ৯০ হাজারের কিছু বেশি। এমন উপস্থিতির কারণেই ধারণা করা হচ্ছিল, দর্শক উপস্থিতিতে এবার রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে ভারত বিশ্বকাপ। আর সেটাই হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: স্থগিতাদেশের মধ্যে থাকা শ্রীলঙ্কা থেকে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ সরিয়ে নিয়েছে আইসিসি। আগামী বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে হতে যাওয়া এ টুর্নামেন্ট এখন হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। আহমেদাবাদে আইসিসির বোর্ড মিটিংয়ে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ। শ্রীলঙ্কার জাতীয় দলসহ সব ধরনের ক্রিকেট খেলা চললেও নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে না, এমন সিদ্ধান্তও হয়েছে বোর্ড মিটিংয়ে।

ক্রিকবাজ জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার কারণে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী বছরের ১৪ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হওয়ার কথা ছিল বয়সভিত্তিক এ টুর্নামেন্ট। এটির সূচি দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ এসএটোয়েন্টির (১০ জানুয়ারি থেক ১০ ফেব্রুয়ারি) সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলেও ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেছেন, একই সঙ্গে দুটি টুর্নামেন্ট আয়োজনে সমস্যা হবে না তাদের। এমনিতেও টি-টোয়েন্টি লিগটি সিএসএর বাইরের স্বতন্ত্র একটি সংস্থা পরিচালনা করে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে বিকল্প আয়োজক হিসেবে ভাবা হয়েছিল। তবে টুর্নামেন্ট আয়োজনে কমপক্ষে তিনটি ভেন্যু দরকার, ওমানের আছে মাত্র একটি। আরব আমিরাত ও ওমানে যৌথভাবে আয়োজনের খরচ

বেড়ে যাবে বলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এ বছর মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপও আয়োজন করেছে তারা।

এদিকে শ্রীলঙ্কার ওপর দেওয়া আইসিসির নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকছে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে বোর্ড সভায়। ক্রিকবাজকে একটি সূত্র জানিয়েছে, ‘বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া যাবে না। (তবে) দেশে স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেট চলবে।’

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলাও চালিয়ে যেতে পারবে শ্রীলঙ্কা জাতীয় দল। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের মাধ্যমেই পরিচালিত হবে দেশটির ক্রিকেট, তবে আইসিসির তহবিলের একটি সীমিত অংশ পাবে তারা। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা অংশ নেবেও বলে জানা গেছে।

দেশটির ক্রিকেট বোর্ডে সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে তাদের নিষিদ্ধ করে আইসিসি। তবে এ নিষেধাজ্ঞার ফলে কী কী হবে, এর আগে সেটি বিস্তারিত জানানো হয়নি। প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানাসিংহের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না ক্রিকেট বোর্ডের। রানাসিংহের অভিযোগ, ক্রিকেট বোর্ডে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা হচ্ছে। অন্যদিকে ক্রিকেটে হস্তক্ষেপ করছেন বলে রানাসিংহের দিকে তির ক্রিকেট বোর্ডের।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার, নেই স্যামসন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের যন্ত্রণা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই মাঠে নামতে হবে ভারত জাতীয় ক্রিকেট দলকে। ২৩ নভেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের টি,টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে ভারত। এই সিরিজের জন্য আজ ১৬ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিসিআই।

টি,টোয়েন্টি সিরিজে দলের অধিনায়কত্ব করবেন সূর্যকুমার যাদব। প্রথম তিন ম্যাচে সহ, অধিনায়কত্ব করবেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন শ্রেয়াস আইয়ার। তখন তিনি শেষ

দুই ম্যাচে ভারতের সহ, অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

এই সিরিজে ভারতের বিশ্বকাপ দলে থেকে রয়েছেন তিনজন; সূর্যকুমার, ইশান কিষান ও প্রসিধ কৃষ্ণা। চোটের কারণে বিশ্বকাপে সুযোগ না পাওয়া অক্ষর প্যাটেল এই সিরিজ দিয়ে ভারতের দলে ফিরেছেন। গত আগস্টে আয়ারল্যান্ডে টি,টোয়েন্টি সিরিজ খেলা সঞ্জু স্যামসন ও শাহবাজ আহমেদকে এই সিরিজে বিবেচনা করেননি ভারতের নির্বাচকেরা। চোটের কারণে নেই হার্দিক পান্ডিয়া।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে রোববার বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে ভারত। এর মাত্র চার দিন পরই অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে এই টি, টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে মাঠে নামতে হবে ভারতীয় দলকে।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজে ভারতের টি,টোয়েন্টি দল সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), রুতুরাজ গায়কোয়াড়, ইশান কিষান, যশস্বী জয়সোয়াল, তিলক বর্মা, রিংকু সিং, জীতেশ শর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দর, অক্ষর প্যাটেল, শিবাম দুবে, রবি বিষ্ণয়, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, আবেশ খান, মুকেশ কুমার ও শ্রেয়াস আইয়ার।

পাকিস্তানের বোলিং কোচ গুল ও আজমল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আলোচনাটা কয়েক দিন ধরেই চলছিল। পাকিস্তানের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবরও এসেছিল যে পাকিস্তানের নতুন বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন উমর গুল ও সাঈদ আজমল। গুল ফাস্ট বোলিং এবং আজমল স্পিন বোলিং কোচ। সেই গুঞ্জনই সত্যি হলো। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আনুষ্ঠানিকভাবে এ দুজনকে কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়টি জানিয়েছে।

গুল, আজমল দুজনই পাকিস্তানের ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১২ এশিয়া কাপজয়ী দলের সদস্য। গুল এর আগেও অবশ্য পাকিস্তান দলের বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। তবে আজমলকে জাতীয় দলের কোচের ভূমিকায় এবারই প্রথম দেখা যাবে। ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে তাঁদের নতুন যাত্রা শুরু হবে। এরপর আগামী বছরের শুরুতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ তাঁদের দ্বিতীয় অ্যাসাইনমেন্ট।

আবার পাকিস্তান দলের কোচ হতে পেরে আনন্দিত উমর গুল বলেছেন, ‘আগের কোচিং অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমি পাকিস্তানের বোলিং,আক্রমণকে নতুন এক উচ্চতায় নিয়ে যেতে চাই।’ আজমল বলেছেন, ‘আমি পাকিস্তানের বোলিং কোচ হওয়ার সুযোগ পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি।’

সর্বশেষ পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্সের বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করা গুল জাতীয় দলের হয়ে ৪৭ টেস্টে ৩৪.০৬ গড়ে ১৬৩টি উইকেট আর ১৩০ ওয়ানডেতে ২৯.৩৪ গড়ে ১৭৯টি উইকেট নিয়েছেন। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তিনি ছিলেন আরও সফল বোলার। ৬০ ম্যাচে ১৬.৯৭ গড়ে নিয়েছেন ৮৫টি উইকেট।

বিশ্বের সাবেক ১ নম্বর বোলার আজমল পিএসএলে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। পাকিস্তানের হয়ে তিনি ৩৫ টেস্ট, ১১৩ ওয়ানডে আর ৬৪টি টি-টোয়েন্টি খেলে ৪৪৭টি উইকেট নিয়েছেন।

ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেই ওয়ার্নারও

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। বৃহস্পতিবার থেকে ভারতের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ওয়ার্নারের মতো এই সিরিজে থাকছেন না বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, দুই পেসার জশ হ্যাজলউড ও মিচেল স্টার্ক এবং দুই অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন ও মিচেল মার্শ। বিশ্বকাপ শেষেই তাঁরা বাড়ির পথ ধরেছেন।

ওয়ার্নার আগেই ঘোষণা দিয়েছেন, ঘরের মাঠ সিডনিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট দিয়ে সাদা পোশাকের ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেবেন।

গত জুলাইয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ও অ্যাশেজে ভালো করে যদি পাকিস্তান সিরিজে সুযোগ পাই, তাহলে সেখানেই টেস্ট থেকে সরে দাঁড়াব। আমি একদম পাকাপাকি বলতে পারি, (এরপর) ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ খেলব না।’ দেশে ফিরে নিজের বিদায়ী টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতিটা হয়তো

সেরে নিতে চাইছেন ওয়ার্নার। সে কারণে বিশ্বকাপ শেষ করেই পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের ধকল নিতে চাইছেন না।

বিশ্বকাপেরে মাত্র চার দিন পর শুরু হতে যাওয়া এই সিরিজ অস্ট্রেলিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এ সিরিজ থেকেই অস্ট্রেলিয়ার ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু হতে যাচ্ছে। ভারতের বিপক্ষে এই পাঁচ ম্যাচ ছাড়া বিশ্বকাপের আগে মাত্র ছয় ম্যাচ আছে অস্ট্রেলিয়ার। ফেব্রুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের দুটি সিরিজ খেলবে তারা।

ভারতের বিপক্ষে এই টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেতৃত্ব দেবেন ম্যাথু ওয়েড।

শোনা যাচ্ছে, এ সংস্করণে অস্ট্রেলিয়ার স্থায়ী অধিনায়কত্ব পেতে পারেন অলরাউন্ডার মিচেল মার্শ। তাঁর অধীনেই সেপ্টেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকার সফরে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া।

ভারতের বিপক্ষে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার প্রধান কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডও থাকছেন না। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব সামলাবেন আন্দ্রে বোরোভেচ।

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতও মূল দল খেলাচ্ছে না। ভারতের অধিনায়কত্ব করবেন সূর্যকুমার যাদব। সূর্যকুমার ছাড়া বিশ্বকাপ দলে থাকা মাত্র দুজন রয়েছেন টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে;ঈশান কিষান ও প্রসিধ কৃষ্ণা। ভারতের বিশ্বকাপ দলের আরেক সদস্য শ্রেয়ার আইয়ার সহ,অধিনায়ক হিসেবে খেলবেন শেষ দুই টি,টোয়েন্টিতে।

বিশ্বকাপ ফাইনালে আমন্ত্রণ না পেয়ে কপিল বললেন, ‘হয়তো ভুলে গেছে’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব দাবি করেছেন, ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে বিসিসিআই তাঁকে আমন্ত্রণ করেনি। ১৯৮৩ বিশ্বকাপ জেতা দলের সতীর্থদের নিয়ে তিনি মাঠে যেতে চেয়েছিলেন বলেও জানান ইতিহাসের অন্যতম সেরা এ অলরাউন্ডার।

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হয় ভারত। মাঠে বসে খেলা দেখেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীসহ সাবেক ক্রিকেটারদের অনেকে। তবে কপিলকে দেখা যায়নি।

বিশ্বকাপ ফাইনালে কেন যাননি, এমন প্রশ্নের জবাবে কপিল এবিপি নিউজকে বলেন, ‘আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তারা আমাকে ফোন করেনি বলে আমিও যাইনি। আমি ‘৮৩-র বিশ্বকাপজয়ী দলের সবাইকে নিয়ে সেখানে যেতে চেয়েছিলাম। মনে হয় এত বড় একটা ইভেন্ট করতে গিয়ে, নানা দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ভুলে গেছে।’

ভারতের বার্তা সংস্থা পিটিআই সূত্রে এনডিটিভি জানিয়েছে, ভারতের ২০০৩ বিশ্বকাপের অধিনায়ক সৌরভ ফাইনাল দেখতে মাঠে ছিলেন। তাঁকে বিসিসিআইয়ের সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বোর্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও কর্মকর্তাদের আমন্ত্রণ করাটা বিসিসিআইয়ের রীতি।

কপিলের মতো ভারতের ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনিকেও মাঠে দেখা যায়নি। যদিও এ,সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে কয়েকটি ভারতীয় গণমাধ্যমের খবরে বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কদের আমন্ত্রণ জানানোর খবর প্রকাশ হয়েছিল। যদিও ফাইনালে তেমন কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখা যায়নি।

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হওয়া বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারতের দেওয়া ২৪১ রানের লক্ষ্য ৭ ওভার ও ৬ উইকেট বাকি রেখেই পেরিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও অস্ট্রেলিয়ার উপপ্রধান মন্ত্রী রিচার্ড মারলেস।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**